সুমধুর সন্ধ্যারাগ

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মুখে সুরের সুধাবর্ষণ বাঙালী শ্রোতাকে মোহিত করে রেখেছে অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে। তাঁর গুণের কথা এই স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। এখানে তাঁর জীবনের মূল তথ্যগুলি পাঠকের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হল। যাঁরা এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না, তাঁদের উপযোগী করেই এই রচনা।

১৩৩৮ সনের ১৬ আশ্বিন (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের চার তারিখ) ঢাকুরিয়ার ব্যানার্জীপাড়ার বাড়ীতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম হেমপ্রভা দেবী। ছয় ভাই বোনের সকলের ছোট সন্ধ্যা। বড় দিদির নাম সরসী। তার পর জন্মেছেন বড় দাদা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পর মেজদিদি সুধা। এর পর সন্ধ্যার মেজদাদা ধীরেন্দ্রনাথ ও ছোটদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। সবার ছোট সন্ধ্যা এদের পরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটদাদার মাত্র সতের বছর বয়সে মৃত্যু হয়। মেজদিদি বা ছোটদিদি সুধাও বেশী দিন বাঁচেন নি। তাঁর বড়দিদি

সরসী তাঁর থেকে প্রায় কুড়ি বছরের বড়। সরসীর বড় ছেলে সন্ধ্যার থেকে বয়সে বড়। তাঁর ঠাকুর্দা যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ। ঠাকুর্দাও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর গানের খাতা সন্ধ্যাদেবীর ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। ঠাকুমার নাম নীরদাসুন্দরী দেবী। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ঠাকুর্দা বেশ বড় জায়গা নিয়ে এই ঢাকুরিয়ার বাড়ী তৈরী করেন। সন্ধ্যাদেবীর বাবারা পাঁচ ভাই তাঁর বাবা মেজ। সেজ কাকা দ্বিজেন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মারা যান। বাকী চার ভাই একই বাড়ীতে বসবাস করতেন। ভাইরা বাবার মৃত্যুর পর মায়ের নির্দেশে পৃথক হয়ে যান। কিন্তু সকলের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় ছিল। সন্ধ্যা দেবীর ছোটবেলায় এই যৌথ পরিবারের দাদা দিদি, ভাই বোন সকলের সঙ্গ তাঁর জীবন ও চরিত্রের গঠনে সদর্থক প্রভাব ফেলেছিল। পারিবারিক সূত্রে সন্ধ্যাদেবীর আত্মীয়স্বজনরা অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত পরিবার। তাঁর জেঠিমার দাদা ছিলেন উত্তরপাড়ার বিখ্যাত বিপ্লবী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। সন্ধ্যাদেবীর গ্রামের বাড়ী বা দেশ হুগলী জেলার বলাগড় জিরাট অঞ্চলে।

মাতৃকুলে দাদু ছিলেন পাটনায় ওভারসিয়ার, তাঁর নাম বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদিমার নাম থাকোমণি দেবী। সন্ধ্যাদেবীর দাদু অবসরগ্রহণের পর ঢাকুরিয়া অঞ্চলের রায়পাড়ায় বাড়ী করেন। বিরাট এলাকা জুড়ে সেই বাড়ী। হালতু অঞ্চলে দাদুর অনেক জমিও ছিল। মামার বাড়ীর এই খোলামেলা পরিবেশ সন্ধ্যার শিশুকালের মানসিক গঠনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মামা ও মামীমা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলেমেশা করতেন। দিদিমা সন্ধ্যাদেবীর ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে এসে প্রায়ই থাকতেন। তবে ভক্তিমতি আচারনিষ্ঠ ও কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির দিদিমা সন্ধ্যার খুব কাছের লোক ছিলেন বলে জানা যায় না। সন্ধ্যাদেবীর দুই মাসী ছিলেন। বড় মাসী বারাসতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বেশীদিন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ছোট মাসী, যিনি ঢাকুরিয়ায় থাকতেন, তাঁদের বাড়ী সন্ধ্যায় যাওয়া আসা ছিল। মাসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল ছিল।

তাঁর বাবা বি এন রেল (সাউথ ইষ্টার্ণ রেল)এ চাকরী করতেন। সচ্ছল পরিবারে দাদাদের স্নেহের ছায়ায় ছোট্ট 'দুলদুল' (সন্ধ্যাদেবীর ডাক নাম) বড় হয়ে উঠছিল। তখনকার প্রাকৃতিক পরিবেশও অনেক সুন্দর ছিল। বিশাল বাড়ীতে গাছপালা, পুকুর, পাখী, কাঠবিড়ালী সবই চোখের সামনে দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন সন্ধ্যা দেবী। চারিদিকে প্রকৃতির সজীব সৌন্দর্য ছোট্ট দুলুর

BANGLADARSHAN.COM

মনে অনেক কল্পনা, অনেক সুখানুভুতির সঞ্চার করত। পাখীর ডাকে ভগবানের কণ্ঠের আভাস পেত ছোট্ট মেয়েটি। সবুজ গাছ পালা, স্বচ্ছ পুকুরের জল, মাটির সোঁদা গন্ধ, বাড়ীর মধ্যেই স্বর্গের স্বাদ। এইভাবে সরল শুদ্ধ সুন্দর সুর সৃষ্টি করার মানসিক ভিত্তি তৈরী হচ্ছিল। সরলতার একটি উদাহরণ ছোট্ট সন্ধ্যা দিয়েছেন, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের পরিপ্রেক্ষিতে অপসৃয়মান চাঁদের সঙ্গে দৌড়তে চেয়ে। বাবা বললেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হত চাঁদ দ্রুত সরে যায় না। এতে কমনীয়তা ও মাধুর্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছিল, বাবা মায়ের যত্ন, দাদাদের অকৃত্রিম স্নেহ আর সন্ধ্যাদেবীর নিজের জন্মগত সঙ্গীতপ্রীতি ও প্রতিভা। এই পরিবেশে ছোট্ট সন্ধ্যার ঘুরে ঘুরে, দুলে দুলে, ছুটে ছুটে, গুনগুন করে বা ঈষৎ চাপা স্বরে সব সময় গান গেয়ে বেড়ানোর প্রবৃত্তি তৈরী হওয়াই স্বাভাবিক। গানের প্রজাপতির তরঙ্গায়িত বর্ণময় পক্ষসঞ্চালনের এখানেই শুরু।

তাঁর বড়দা রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চাকরী করেছেন সিভিল ডিফেন্স, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মূলতঃ “এয়ার রেড প্রোটেকশন” সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা ও প্রয়োজনে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিল। পরবর্তী কালে অসামরিক প্রতিরক্ষা নামে এই বিভাগটি প্রাদেশিক সরকারের একটি মন্ত্রকে পরিণত হয়। এর পর তিনি ব্যবসা করেছেন বাকী কর্মজীবন ধরে। বড়দা রবীন্দ্রনাথ নিজেও সঙ্গীত রসিক ছিলেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরগুলি রাত জেগে শোনায় তাঁর বিপুল উৎসাহ ছিল। সন্ধ্যার গানের শিক্ষা ও চর্চায় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। মেজদা সন্ধ্যাকে যখন প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখাতেন, তখন বড়দাও নিজের মত করে সঙ্গী হতেন। তাঁর প্রচ্ছন্ন উৎসাহ ছোট সন্ধ্যাকে অনুপ্রেরিত করেছিল। বড়দা বাবা মায়ের মতই ভাবতেন, কালো মেয়েকে গান শেখালে বিয়ে দেওয়ার সুবিধা হবে।

মেজদা চাকরী করতেন কাশীপুরে অ্যামুনিশন কারখানায়। পরে তিনি মেটাল বক্স কোম্পানীতে যোগ দেন। বাড়ীর বাকী সবাই সন্ধ্যার গানের ব্যাপারে বিয়ে সংক্রান্ত সুযোগের কথাই বেশী ভাবতেন। মেজদাই সন্ধ্যার স্বাভাবিক বা জন্মগত প্রবণতা লক্ষ্য করেন এবং ছোট বোনটির মধুর স্বর উপযুক্ত শিক্ষা ও অভ্যাসে গানের জগতকে মুগ্ধ করবে এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। মেজদা মোটামুটি তবলা বাজাতে পারতেন। প্রথম দিকে ছোট সন্ধ্যার সঙ্গীত চর্চার প্রধান সঙ্গী ছিলেন তিনি। সন্ধ্যাকে গান শেখানোর সব ব্যবস্থাই মেজদা করেছেন। ছোট বোন গানের জগতে পুরোপুরি

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মেজদার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কোন বিরাম ছিল না। তিনি সন্ধ্যার সঙ্গীত জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

মেজ দিদি সুধার অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। বড়দিদি সরসী সন্ধ্যার থেকে বয়সে অনেক বড়। তাঁর বিয়ে হয়ে যায় সন্ধ্যার জন্মের পূর্বেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালিকাপুরে বিয়ে হরেছিল সরসীর। তাঁর স্বামীর পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। সরসী মাত্র একুশ বছর বয়সে বিধবা হন। যৌথ পরিবারে তাঁর ছেলেরা ভাসুর দেওরের স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়। এই কালিকাপুরের বাড়ী সন্ধ্যার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সুযোগ পেলেই দিদির বাড়ী আসতেন তিনি। কালিকাপুর গ্রামের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ঢাকুরিয়া গ্রামের সন্ধ্যার মনে এনে দিত অদ্ভুত প্রশান্তি। জীবনে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন সন্ধ্যা। শিশির ভেজা ঘাসের মাঝে আলপথের পায়ে চলার পথে হাঁটার সময় বা জ্যোৎস্নালোকিত গ্রামের গাছপালা, মাঠ ও নিকানো উঠোনের দৃশ্য তাঁর মনে কবিতার ভাব এনে দিত। কাগজে লেখার চেষ্টা করেন নি। এই কবিতা তিনি সূক্ষ্ম সুরের কারুকার্যে প্রকাশ করেছেন।

শিশুকালে সন্ধ্যার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। বাড়ীর সামনের মাঠে ভাইবোন বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলা করতেন সুযোগ পেলেই। বুড়ী ছোঁয়ার খেলায় সবার থেকে তিনিই বেশী বার জিততেন। টেনিকয়ট বা রিং ছোড়াছুড়ি করে খেলা করতেন খুব ভাল। গাদি খেলার কথাও বলেছেন তিনি। ব্যাডমিণ্টন খেলায় তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। 'কালো মেয়ে' সন্ধ্যার ব্যবহার ছিল খুব সুন্দর। তাঁর ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধুর। আর বন্ধুবান্ধবদের স্বাভাবিক লীডার ছিলেন বালিকা ও কিশোরী সন্ধ্যা। বেণী দুলিয়ে ফ্রক পড়ে বাড়ীর বাগান, উঠান এমন কি পাড়া মাতিয়ে বেড়াতেন ছেলেপুলের দলের সঙ্গে। আম কুড়িয়ে আনতেন কোঁচড় ভরে। গাছ পাকা আম মাটিতে পড়তে দেখলে তুলে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতেন। ফুল তুলতেন যত্ন করে যাতে গাছের ক্ষতি না হয়। সাঁতার কেটে পুকুর পারাপার করতেন বহুবার। খুব দম ছিল সন্ধ্যার, যা গানের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ।

পড়াশুনায় সন্ধ্যার খুব আগ্রহ ছিল কিনা বলা শক্ত। তবে ছাত্রী হিসাবে বিদ্যালয়ের পাঠ বা গৃহের শিক্ষা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই অভ্যাস করতেন। তবে তিনি কোনভাবেই গ্রন্থকীট বা পড়াশুনায় অতি উৎসাহী ছিলেন না। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পড়ায় বার বার ফাঁক পড়েছে গানের

BANGLADARSHAN.COM

চর্চার কারণে। ছোট বয়সে থেকেই গানের বিষয়ে সন্ধ্যার আগ্রহ ছিল অত্যধিক। মায়ের সুন্দর গলায় যা শুনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে ভুল করতেন না। একবার শুনলেই গান তুলে নিতেন। প্রথম কয়েক বছর বিভিন্ন সূত্রে শুনে শুনেই সব গান করতেন ছোট্ট সন্ধ্যা। তখনকার দিনের জনপ্রিয় কানন দেবী, শচীনদেব বর্মণ প্রভৃতি শিল্পীর গানও তিনি নিখুঁত ভাবে গাইতে পারতেন। ঠাকুরদের গান বা ভক্তিমূলক গান শিখেছিলেন অনেক। যে কেউ অনুরোধ করলেই গেয়ে দিতেন। সন্ধ্যাদেবীর বাড়ীতে রেডিও ছিল না। আশে পাশে অনেকের বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যা রেডিও শুনতেন এই সব প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে। দাদার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে 'বেতার জগত' পত্রিকা দেখে ভাল ভাল অনুষ্ঠানগুলিতে দাগ দিয়ে রাখতেন। ঠিক সময়ে কারও বাড়ীতে গিয়ে শুনে নিতেন। শোনা মানেই গান তোলা। ষ্টক বাড়ছিল এই ভাবেই। শিক্ষা শুরুর আগেই বেশ কিছু গান সুন্দর ভাবে গাইতে পারতেন সন্ধ্যা। বাড়ীতে গানের চর্চা ছিল বংশ পরম্পরায়। তাঁর পিতামহের পিতামহ রামগতি মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। রামগতির পুত্র সন্ধ্যাদেবীর বাবার পিতামহ সারদাপ্রসাদও নিয়মিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা বজায় রেখেছিলেন। মায়ের গানের গলা খুব সুন্দর ছিল। সন্ধ্যা দেবী মনে করেন, তিনি এই গুণটি জন্মসূত্রে মায়ের কাছে পেয়েছেন। মা নিধুবাবুর টপ্পা গাইতেন নিখুঁত কাজের সঙ্গে। না শিখে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য কিভাবে করতে পারতেন তা সন্ধ্যাদেবীর ও বুদ্ধির অগম্য ছিল। বয়সে প্রবীণ বাবা ছোট্ট সন্ধ্যাকে অনেক ভক্তিমূলক গান শেখাতেন। সন্ধ্যা সব গান সহজেই শিখে গাইতে পারতেন। পরে বাবা যখন রামকৃষ্ণ মন্দিরে থাকতে আরম্ভ করলেন, তখন সন্ধ্যা সেখানে গেলে সকলে তাকে গান শোনাতে বলত। কোন লজ্জা বা দ্বিধা না করেই সন্ধ্যা অনেক গান তাঁদের শোনাতেন। বাড়ীতে কলের গান না থাকায় রেকর্ডের গান শোনার সুযোগ হত না ছোট্ট সন্ধ্যার। মেজদাদাই একবার বোনের আগ্রহ দেখে এক বন্ধুর বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান শোনাতে নিয়ে যান। একবার শুনে এসেই বাড়ী এসে গানটা গাইতে শুরু করে দিলেন সন্ধ্যা। কথায় বা সুরে কিছু ভুলচুক হত হয়ত, কিন্তু কে তার ধার ধারে। এসব ভুল বা ছোটখাট বিচ্যুতির জন্য সন্ধ্যাকে গাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে কার সাধ্য। পরে আরও অনেক গান শুনিয়েছেন বোনকে। জলসায় নিয়ে গিয়ে বোনকে শুনিয়েছেন নামকরা শিল্পীদের গান। এখানে ওখানে শুনে শিখে সন্ধ্যা যে সমস্ত গান গাইতেন, তাঁর সবগুলি তাঁর পরবর্তী জীবনে মনে করা সম্ভব হয়নি। তবে তা সংখ্যায় অনেক ছিল, এবং সন্ধ্যা সমস্ত গানটিই গাইতেন বা গাইতে পারতেন। এসব তাঁর দশ বছর বা তারও কম বয়সের কথা।

BANGLADARSHAN.COM

বাড়ীতে প্রায়ই ভাই বোনেরা মিলে গানের অনুষ্ঠান করতেন। জ্যোৎস্না রাতে ছাদে ভাইবোনেরা মিলে জলসা করতেন। একটু বড় হলে স্কুলে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন। বাড়ীতে পূজাপার্বণে, পাড়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুযোগ পেলেই গান গাইতেন সন্ধ্যা। এইগুলি তাঁর সঙ্গীতের অভ্যাস বা রিহার্স্যাল হয়ে যেত। দিন রাত এই গুলি ভেঁজে ভেঁজে তিনি পারফেক্শনে আনার চেষ্টা করতেন। বড় হয়ে এই সবই তাঁর ক্যাপিটাল হয়ে যায়। মেজদা বুঝেছিলেন, এই প্রতিভার বিকাশ হতে গেলে প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

মেজদা একদিন চিন্তিতভাবে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে গান শেখালে কেমন হয় তাই ভাবছি। তখন সন্ধ্যা ক্লাস থ্রী থেকে ফোরে উঠেছেন। মেজদার ভাবনা মেজদাকে ভাবতে দিয়ে তিনি হ্যারিকেনের আলোয় নির্বিকার ভাবে পড়তে বসে গেলেন। গান তো শুনলেই শেখা হয়ে যায়। তার জন্য যে আলাদা করে শেখানোর কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে তা ভাবতে পারার মত মানসিক পরিপক্কতা ছোট্ট সন্ধ্যার তখন ছিল না।

সন্ধ্যার বাড়ীর কাছেই থাকতেন সন্তোষ বসুমল্লিক (সুশীল বসুমল্লিকের আত্মীয়?????)। তিনি গানটান গাইতেন। মেজদা ধীরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। উদ্দেশ্য সন্ধ্যাকে গান শেখানো। সেই প্রথম সন্ধ্যা জানতে পারলেন, পড়ার বইএর অ আ ক খ অক্ষরের মত গানেরও সা রে গা মা ইত্যাদি আছে। তবে স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলাধুলা করার পরিবর্তে নিয়ম করে গান শিখতে ওই বয়সে কার ভাল লাগে। সন্ধ্যাও খুশী হননি। ওদিকে সন্তোষ বসুমল্লিক তখন বুঝতে পেরেছেন, মেয়েটাকে শেখালে এর হবে। সে কথা তিনি মেজদাকে জানালেন। সন্ধ্যার মেজদা একটু নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। হম্বি-তম্বি না করে তিনি সন্ধ্যাকে বোঝাতেন। গানের জগতের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন। তবে সন্ধ্যা তার অধিকাংশই বুঝে উঠতে পারতেন না, একথা তিনি পরে বলেছেন।

হারমোনিয়াম নিয়ে গান শেখা সন্তোষ বাবুর কাছেই প্রথাম। ধীরে ধীরে হারমোনিয়াম যন্ত্রটির সঙ্গে অল্প অল্প করে পরিচয় হতে লাগল। তার বেশী কিছু গ্রহণ করার মত পরিপক্কতা তখনও আসেনি। দাদাদের সহায়তায় সন্ধ্যা গ্রামোফোন শুনতেন, জলসায় নিয়ে গেলে যেতেন। এ সব তাঁর বিশেষ ভাল লাগার বিষয় বা ব্যাপার। যখনই যে গান শুনতেন, যে শিল্পী ওই গান

BANGLADARSHAN.COM

গেয়েছেন, তাঁর মত করে না গেয়ে ছোট্ট সন্ধ্যা পুরো গানটিকে তাঁর নিজের মত করে নিতেন। তাঁর তো আর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গান গাওয়া নয়। এরকম স্বাধীনতায় কোন বাধা নেই। সুরগঙ্গা বইতে থাকল, যা একান্তভাবেই সন্ধ্যার জগত।

সন্তোষ বসুমল্লিক সন্ধ্যাকে সা-রে-গা-মা শেখাতেন। তার সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু ভজন আর খেয়ালের দু-একটা বন্দিশ। যেমন, ভূপালী, দুর্গা ইত্যাদি রাগ। তাঁরই হারমোনিয়ামে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সন্ধ্যার প্রথম শিক্ষা। দু-চারটে বাঙলা গানও শিখেছিলেন সন্তোষ বসুমল্লিকের কাছে। সন্তোষ বসুমল্লিকের কাছে যে দু-চারটে আধুনিক গান সন্ধ্যা শিখেছিলেন তার একটি প্রায় ষাট বছর পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি মনে করতে পেরেছেন। গানটি হল 'কোন সে সুদূর অশোক কাননে বন্দিনী তুমি সীতা'। সন্তোষ বসুমল্লিকের কাছে শিখেছিলেন মাস আষ্টেক মত। তাঁর যত্নের কোন শেষ ছিল না। সন্ধ্যা এই গুণী মানুষটির কাছে শুরুর দিনগুলিতে শিক্ষা করার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। সারা জীবন সন্ধ্যা সন্তোষ বসুমল্লিককে 'শ্রদ্ধেয়' বলে উল্লেখ করেছেন।

সন্ধ্যার কথায় বলি 'গান শেখা আর গানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার মধ্যে অনেক তফাৎ'। সেই কাঁচা বয়সে এই কথাটি উপলব্ধি করার মত সন্ধ্যার বুদ্ধি পরিণত হয়নি। সাধনার বাঁধাধরা কঠিন নিয়মগুলি মেনে চলার মত জ্ঞান বা বুদ্ধিও সন্ধ্যার তখন ছিল না। তবু যেহেতু মেজদা চাইছেন সন্ধ্যা গান শিখুক, বাধ্য সন্ধ্যা শিখে চললেন।

মেজদা ধীরেন্দ্রনাথ, মোটামুটি গান শিখেছিলেন। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ থেকে সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষা পাসও করেছিলেন। তিনি তবলা বাজাতে পারতেন কাজ চালানোর মত। এর ফলে সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গত করার লোকের অভাব রইল না। হারমোনিয়াম পাওয়ায় বাড়ীতে অভ্যাস করার সুবিধাটা তিনি পেয়ে গেলেন। মেজদা ভোর চারটেয় উঠিয়ে দিতেন। ছোট মেয়ে সন্ধ্যা, প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যান। এর পর 'শ্রদ্ধেয়' যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে, সন্ধ্যা সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। বলতে গেলে তিনিই সন্ধ্যার প্রকৃত মাষ্টারমশাই। সন্ধ্যার মতে 'এত ভাল শিক্ষক আর হয় না'।

BANGLADARSHAN.COM

বার বছর বয়সে আকাশবাণী কলকাতার 'গল্পদাদুর আসর' অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা তাঁর প্রথম রেডিওর গান করেন। মেজদা যোগাযোগ করেছিলেন। দুই দাদার সঙ্গে গিয়ে 'লাইভ' এই গান অজয় ভট্টাচার্যের কথায় সন্ধ্যা গেয়েছিলেন। গানটির কথা সন্ধ্যা সারা জীবন সবটাই মনে করতে পারেন এবং গানটি নিখুঁতভাবে গাইতে পারেন। প্রথম ছত্র 'যদি বা ফুরালো গান ঝরিল দুয়ারে লতা'। গান গেয়ে পাঁচ টাকা পেয়েছিলেন সন্ধ্যা; কিন্তু পারফেক্ট না হওয়ার জন্য দাদাদের গোমড়া মুখ দেখতে হয়েছিল।

সন্ধ্যার পাড়ায় মাঝে মাঝে জলসা বা অনুষ্ঠান হলেই তিনি সুযোগ পেতেন, খুব আনন্দ হত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে ঢাকুরিয়া লেকের কাছে সৈন্যদের ব্যারাকে তাঁর ন'কাকা তাঁকে নিয়ে যান গান করার জন্য। নির্ভয়ে গান করে সন্ধ্যা সকলের প্রশংসা আদায় করে নেন। স্কুলের অনুষ্ঠানেও গান করতেন সব সময়। তাঁর গান শুনে তাঁরই এক শিক্ষিকা তাঁর কাছে গান শিখতে চান। তাঁকে গান শিখিয়েছেন সন্ধ্যা। কয়েক বছর পরে চোদ্দ-পনের বছর বয়সে ভবানীপুরের দুটি মেয়েকে গান শিখিয়েছিলেন সন্ধ্যা। পারিশ্রমিক ছিল সতের টাকা। মিলেনিয়ামের মূল্যমানে প্রায় চার হাজার টাকা। শিক্ষকতার আনন্দ সম্বন্ধে সন্ধ্যার বক্তব্য 'আমাকে আপ্লুত করে রেখেছিল'।

এর মধ্যে মেজদা ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য ঢাকুরিয়া দাসপাড়ার আশু মল্লিকের কাছে ভর্তি করে দিলেন। শিক্ষা শুরু হল ভজন দিয়ে। বড়দাকে না জানিয়েই সব হয়ে গেল। ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল মিউজিক্যাল কনফারেন্স (বহু শিল্পী উঠে এসেছেন এঁদের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে) এর প্রতিযোগিতায় 'ভজন' বিভাগে নাম দিয়ে এলেন মেজদা। শুনে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেও সন্ধ্যা কম্পিটিশনের ব্যাপার কিছু জানতেন না বলে ব্যাপারটাকে কোন বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। এও বড়দাকে না জানিয়ে করা হল। গড়পাড়ের রামমোহন লাইব্রেরীতে সন্ধ্যা নির্ভয়ে নিজের আন্দাজমত গান গাইলেন ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর। হারমোনিয়াম বাজালেন মেজদা, তবলায় পাড়ার এক অ্যামেচার। পরে জেনেছিলেন বিচারকদের মধ্যে ছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী আর তারাণায় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশ্র। ভজনে প্রথম হলেন সন্ধ্যা। রেজাল্টের দিন কিছুটা সাসপেন্স নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গিয়ে বড়দা জানতে পেরে গেলেন। মেজদা সুখবর আনার পর গম্ভীর বড়দা সামান্য বকাবকি করে আনন্দ গোপন করতে আড়ালে চলে গেলেন। ছোটদার কথা ভেবে সন্ধ্যার চোখে জল এসেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

তের বছর দশ মাস বয়সে সন্ধ্যা প্রথম গান রেকর্ড করেন। দু একটা রেকর্ড কোম্পানীতে ঘোরার পর মেজদা সন্ধ্যাকে নিয়ে যান এইচ এম ভি-তে। রেকর্ডিং বিভাগের কর্তা হেমচন্দ্র সোম, সব ঠিক আছে বলে সন্ধ্যাকে আর একটু ট্রেনিং করে রেকর্ডিং এ আসতে বললেন। বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান রোডের বেঙ্গল মিউজিক কলেজে গিরীন চক্রবর্তীর কাছে ট্রেনিং শুরু হল। মাঝে মাঝে ফার্ণ রোডে দীপ্তি ঘোষের বাড়ীতেও শেখাতেন গিরীনবাবু। দু-এক বার মাষ্টারমশাই যামিনীবাবুও ফার্ণ রোডে এসে শেখাতেন। মাস তিনেক ট্রেনিং এর পর রেকর্ডিং হল। গানের কথা গিরীন চক্রবর্তীর। সুরকারও তিনি। কিন্তু তখন সুরকারের নাম লেখা হত না। ৭৮ আর পি এম এর রেকর্ডের এক পিঠে 'তুমি ফিরায় দিয়েছ যারে'; অন্য পিঠে 'তোমারও আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো'। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়। তাই সন্ধ্যা মনে করেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ তাঁর কাছে একটি স্মরণীয় বছর।

যে 'গীতশ্রী' উপাধি সন্ধ্যাদেবীর নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে রয়ে গেছে, সেই গীতশ্রী পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল। কলিকাতা পুরসভার কমিশনার কে সি দের ২ নং গোখেল রোডের বাড়ীতে। এই বাড়ীতে সুখেন্দু গোস্বামী প্রমুখ নামকরা গায়কদের কাছে শিক্ষা ও অভ্যাস করানো হত প্রতিযোগীদের। কে সি দাসের স্ত্রী ইলা দাস সম্ভবতঃ কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা কাউন্সিলার। গীতশ্রী পরীক্ষায় সে বছর বিচারকদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ দবীর খাঁ। সার্টিফিকেটে সই করেছিলেন, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ দবীর খাঁ ও বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব। স্মৃতিচারণায় সন্ধ্যাদেবী উল্লেখ করেছেন, যে প্রতিযোগীরা নয় তাঁর বয়সের ছিলেন অথবা বড় ছিলেন। পুরষ্কার বিতরণের দিন প্রতিবেশীদের সাহায্যে সুন্দর সাজসজ্জা করেছিলেন সন্ধ্যা। বিচারকদের অনুরোধে আবশ্যিক এর উপর আর একটি ঠুংরি গাইতে হয়েছিল তাঁকে। বাবা আলাউদ্দিন আশীর্বাদ করেছিলেন। এই আশীর্বাদের কথা সন্ধ্যা সারা জীবন মনে রেখেছেন।

মাষ্টারমশাই যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতে যেতেন সন্ধ্যা দেবী প্রতি শনিবার। ট্রেণে করে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে হ্যারিসন রোড ধরে হেঁটে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের উপর দশ নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনে মাষ্টারমশাইএর ভাড়া বাড়ীতে মেজদার সঙ্গে পৌঁছে যেতেন সন্ধ্যা দেবী। মাষ্টারমশাই তাঁকে গীতশ্রী পরীক্ষার জন্য ভালভাবে তৈরী করে দিয়েছিলেন তো বটেই, তাঁর শিক্ষার ধরণ এবং অভ্যাসের পদ্ধতিগুলি সন্ধ্যাদেবীর জীবনে অন্ত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। নিয়মবদ্ধ শিক্ষার

সুফল সন্ধ্যাদেবী পেয়েছিলেন এবং মাষ্টারমশাই এককভাবে এর জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। তখনকার দিনের ভারতবর্ষের বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীও মাষ্টারমশাই এর কাছে শিখতে আসতেন। আশ্চর্যের বিষয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নামকরা শিল্পী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ও মাষ্টারমশাই এর কাছে শিখতে আসতেন। তাঁর শেখানোর পদ্ধতি ছিল খুবই ইনফর্ম্যাল। কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে সামনে বসিয়ে তিনি একটা রাগ শেখাতেন। নিজে সেই বন্দিশটি গাইতেন তিন চার বার। এর পর ছাত্রছাত্রীদের এক এক করে গাইতে বলতেন। ভুল হলে ধরিয়ে দিতেন, ঈষৎ ধমকের সুরে বলতেন 'তোমাদের মনটা থাকে কোথায়'? ভাল গাইলে খুশী হতেন। কেউ না পারলে তাকে নিয়ে আবার বসতেন। এতটুকুও বিরক্ত বোধ করতেন না। মাষ্টারমশাই ছাত্রছাত্রীদের হোমটাস্ক দিতেন। সরগম, পাল্টা ইত্যাদি যত রকমের হয় শিখতে বাধ্য করতেন। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ভয় করত ভীষণ। সন্ধ্যাদেবী তো স্কুলছাত্রীদের মত মাষ্টারমশাইকে কীভাবে ফেস করবেন ভেবে অস্থির হতেন। প্রায়ই হোমটাস্কে ফাঁকি পড়ে যেত, স্কুলের পড়ার চাপে বা খেলাধুলায় মেতে থাকার কারণে। কত বার ভেবেছেন, কোন কারণে ছুটি হয়ে গেলে ভাল হত। কিন্তু যে ভিত্তি তৈরী হচ্ছিল তার মূল্য বুঝতেন বলেই পরবর্তী জীবনে প্রোগ্রামের ভিড়ে অতি ব্যস্ততার মধ্যেও সন্ধ্যাদেবী যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই মাষ্টারমশাই এর কাছে অভ্যাস বা শিক্ষা করেছেন।

শিশু সন্ধ্যা ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত সেখানে পড়েন। তার মানে তাঁর ভজনে প্রথম হওয়া এখান থাকতেই। ভজনে প্রথম হওয়ার পর থেকে সন্ধ্যার গান গাওয়ার অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে থাকল। যেখানে সুযোগ পেতেন, গাইতে যেতেন। সব প্রতিযোগিতায় নাম দিতেন। প্রায়ই প্রথম হয়েছেন। মেজদার তত্বাবধানে নিয়মিত রেওয়াজ করতেন। ইতিমধ্যে তিনি ঢাকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয় ছেড়ে বিনোদিনী গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছেন, সম্ভবতঃ কিছু সহানুভুতির আশায়। মাষ্টারমশাই যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখতেন। এই সবের জন্য স্কুলের পড়ায় সময় দেওয়া সম্ভব হত না। প্রতি বৎসরই রিপোর্ট কার্ডে 'ইরেগুলার' লেখা নিয়ে বাড়ী আসতে হত। যথেষ্ট সহানুভুতি থাকা সত্বেও শিক্ষিকারা খুব একটা কিছু করতে পারতেন না। ক্লাস টেন এ উঠে স্কুল ছেড়ে দিতে হল। পরে বৌবাজারের কোন এক স্কুল থেকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিলেন। তাও কম্পার্টমেন্টাল দিয়ে উঠতে পারেন নি। গানে কিন্তু সন্ধ্যাদেবী প্রথম হয়েছিলেন। পড়াশুনায় সময়াভাব ছাড়াও অন্য

BANGLADARSHAN.COM

একট সমস্যা ছিল। বালিকা বয়সে (১০-১১) বাড়ীতে কাপড় শুকোতে চাপা দেওয়া একটা আধলা ইঁট তাঁর মাথায় পড়ে যায়। যথেষ্ট উদ্বেগ সৃষ্টি করে সেবার কোন রকমে রক্ষা পান। কিন্ত সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি চাপ নিতে পারতেন না। অনেকক্ষণ পড়াশুনা করলে মাথা ঘুরত। গানের ফাঁকে যেটুকু সময় বার করা সম্ভব ছিল, তাও শারীরিক কারণে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হত না।

গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যা পনের পেরিয়ে ষোলয় পড়লেন। সেটা ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর। দেশ বিভাগের প্রাক্কালের দাঙ্গা, উদ্বাস্তু স্রোত সব মিলে সাংস্কৃতিক জগতে ভাটা। তবে ১৯৪৭ আসতেই স্বাধীনতার আশায় ও আনন্দে উদ্বাস্তু প্রবাহ সত্বেও গান বাজনা আবার সুদিনের মুখ দেখতে পেল। স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছু পরেই, এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গীত সম্মেলনে সন্ধ্যা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে চিন্ময় লাহিড়ী ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় গান করেছিলেন। উদ্যোক্তাদের দেওয়া একটি সুন্দর ফুলের তোড়ার কথা সন্ধ্যা তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনাটি কলিকাতার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ঘটনা হিসাবেই এখানে উল্লেখ করা হল। মিউজিক কন্‌ফারেন্সের আগে যতগুলো কম্পিটিশন হত, সন্ধ্যাদেবী সবগুলিতেই অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে সমস্ত বিষয়েই তিনি নাম দিয়েছিলেন। খেয়াল, ঠুংরি, ভজন, গজল, বাউল, ভাটিয়ালী, পুরাতনী গান; এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীতও। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সন্ধ্যা। খেয়াল গেয়েছিলেন ‘ছায়ানট’ রাগে।

রাইচাঁদ বড়ালের সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই কম্পিটিশনের একজন বিচারক ছিলেন। তিনি রাইচাঁদ বড়ালকে বলেন ‘রাই আজ একটা মেয়ের গান শুনে এলাম’। ওই অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে সমস্ত গ্রুপ মিলিয়ে সন্ধ্যা প্রথম হন। তাঁকে যে ট্রফিটি দেওয়া হয়েছিল তা আই এফ এ শীল্ডের মত বড়। এ ব্যাপারে তাঁর স্মৃতি কিছু ধূসর। তবে তিনি অনেকগুলি পুরষ্কার পেয়েছিলেন। এই কম্পিটিশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জনৈক লালাবাবু। রাইচাঁদ বড়ালের ভাই জলুবাবু এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুরষ্কারগুলি সেই কারণে রাইচাঁদ বাবুর বাড়ীতে রাখা হয়েছিল। নানান ধরনের পুরষ্কার একটি মেয়ের নামে। উনি একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন। একটি মেয়ে এতগুলি পুরষ্কার পাবে? উনি কৌতুহল চেপে রাখতে পারলেন না। ‘দেখাও তো দেখি মেয়েটা কে?’ সহচরদের বলায় তাঁরা সন্ধ্যাকে রাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। সন্ধ্যা গেলেন রাইবাবুর বাড়ী। রাইবাবু দেখে বললেন, এতটুকু মেয়ে, তুমি এতগুলো প্রাইজ পাবে! বিখ্যাত

লেখিকা অনুরূপা দেবী পুরষ্কার বিতরণ করে একই বিষ্ময়ে বললেন, এতটুকু মেয়ে, ট্রফিটা খুব ভারী, ওকে তোমরা সাহায্য কর। হুডখোলা 'টুরার' ট্যাক্সিতে করে জেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে হুল্লোড় করতে করতে বিজয়িনী সন্ধ্যা বাড়ী ফিরলেন।

মেজদার সঙ্গে এর পর রাইবাবুর কথা হয় সন্ধ্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদিন তিনি মেজদাকে বললেন, সন্ধ্যাকে তাঁর নিউ থিয়েটার্সের মিউজিক রুমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিউ থিয়েটার্সে রাইবাবুর খুব সুন্দর একটা মিউজিক রুম ছিল। ওঁরা সেখানে সুর করতেন আর রিহার্স্যাল করতেন। একদিন বেলা একটা নাগাদ সন্ধ্যা গেলেন রাইবাবুর কাছে। সন্ধ্যারা কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে রাইবাবু এলেন। এসে তাঁর অন্যান্য ছবির যে সব কাজকর্ম ছিল সেগুলো করছিলেন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাকে বলছিলেন বাবা আর একটু বস। আর একটু। চিরকালই রাইবাবু সন্ধ্যার সঙ্গে এমনই সুন্দর ব্যবহার করতেন। বরাবর বাবা বলে ডাকতেন। খিদে পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে খাবার আনিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাকে রাইবাবু নিজের মেয়ের মত যত্ন করতেন। তাঁর ভালবাসা অত্যন্ত গভীর ছিল। সেদিন বিকাল চারটে সাড়ে চারটের সময় রাইবাবু একজন সহকারীকে দিয়ে পঙ্কজ মল্লিককে ডেকে পাঠালেন। পঙ্কজবাবু রিহার্স্যাল করছিলেন। রাইদা ডাকছেন শুনে সঙ্গে সঙ্গে রিহার্স্যাল ছেড়ে চলে এলেন।

তখন নিউ থিয়েটার্সে সুপ্রতিষ্ঠিত যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীরা অ্যাকম্প্যানিষ্ট হিসাবে বাজাতেন। তিমির বরণ, কেরামতুল্লা, আল্লারাখা প্রভৃতি সকলেই বাজাতেন। সেদিন সঙ্গত করার জন্য পাওয়া গেল কেরামতুল্লাকে। সন্ধ্যাকে গান গাইতে বললেন রাইবাবু। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ ছটফট করছিলেন, তাঁকে কেউ গান করতে বলছে না কেন? বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেরা রয়েছেন। ভয়-ডর কিছু নেই। খেয়াল দিয়ে শুরু করলেন। এর পর রাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি ঠুংরি জানো?' সন্ধ্যা ঠুংরি গাইলেন। পরের ফরমাশ ভজনের জন্য। সন্ধ্যা অবলীলাক্রমে গেয়ে দিলেন। 'গজল জানো'? এই প্রশ্নের উত্তরে খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে না হলেও বললেন হ্যাঁ। কারণ দু-চারটে গজলই জানতেন সন্ধ্যা। তাও দু একটা গাইলেন। শেষ প্রশ্ন, 'বাংলা গান জান?' ততদিনে সন্ধ্যার নিজের গ্রমোফোন রেকর্ড বেরিয়ে গেছে। গিরীন চক্রবর্তীর কথায় ও সুরে গাওয়া সেই গানদুটিই আবার গাইলেন। রাইবাবু ও পঙ্কজবাবুর মুখ দেখে সন্ধ্যার মনে হল তাঁরা সন্তুষ্ট।

সেদিন গানটান হওয়ার পরে রাইবাবু সন্ধ্যাদেবীর মেজদাকে বললেন, সন্ধ্যাকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নিয়ে আসবা জন্য। সন্ধ্যা সঠিক জানতেন না, তখন রাইবাবু অঞ্জনগড় ছবির পরিকল্পনা করছিলেন। ওই ছবিতে তাঁকে দিয়ে গান গাওয়াবার কথা বললেন রাইবাবু। উনি সন্ধ্যাকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। একমাস ধরে রিহার্স্যাল দিয়েছিলেন রাইবাবু। মাইক্রোফান কি করে ব্যবহার করতে হয় তা শেখালেন সুপ্রভা সরকারের রেকর্ডিং দেখিয়ে। 'অঞ্জনগড়' এর গান প্রথম রেকর্ড হলেও সন্ধ্যার গাওয়া গান নিয়ে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম সমাপিকা। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পায় সমাপিকা। সঙ্গীতকার রবীন চট্টোপাধ্যায়, গীতিকার শৈলেন রায়। সপ্তদশী সন্ধ্যা সফল প্লেব্যাক গায়িকারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই গানগুলি এখনও (মিলেনিয়ামের পরে) জনপ্রিয়। এই সময় থেকে পরবর্তী তিরিশ বছর সন্ধ্যা পর পর বহু সিনেমায় প্লেব্যাক করেছেন। সব বছরই বেসিক রেকর্ড বেরিয়েছে একাধিক বার। গানের এই পরিক্রমা অর্ধ শতাব্দী ধরে সন্ধ্যাকে ব্যস্ত রেখেছে। মুগ্ধ করে রেখেছে তাঁর শ্রোতাদের। 'অঞ্জনগড়' ছবিতে সন্ধ্যার গাওয়া একটি রামধুন গান নিয়ে কপিরাইটের মামলা করেন প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী বিজন ঘোষদস্তিদার। রামধুনটি সন্ধ্যাদেবীকে অন্যরকম করে গাইতে হয়, কারণ নিউ থিয়েটার্স মামলায় পরাজিত হয়।

সমাপিকায় রবীন চট্টোপাধ্যায়এর সুরে সন্ধ্যাদেবী চারটি গান গেয়েছিলেন। সবগুলিই হিট। কিন্ত যে ছবির কাজ করতে গিয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে রবীনবাবুর যোগাযোগ হল তার কথা আগে বলা প্রয়োজন। সেই সময়ের এক সঙ্গীতশিল্পী বা শিক্ষক গণপত রাও থাকতেন মনোহরপুকুর রোডে। শান্ত ভদ্র মানুষটি সবার প্রিয় ছিলেন। সন্ধ্যা কিছুদিন তাঁর কাছেও ভজন শিক্ষা করেছিলেন। এই গণপত রাও মহাশয় শবরী নামে একটি হিন্দী ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। ছবিটি সম্ভবতঃ দুই ভাষায় ছিল, এটি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পায়। চার পাঁচটি ভজন ছিল সিনেমায়। এই রেকর্ডিং এর সময় রবীনবাবুর সহকারী উমাপতি শীল সন্ধ্যার গান শুনতে গিয়েছিলেন। এর পর উমাপতি বাবু সন্ধ্যার ঢাকুরিয়ার বাড়ীতে গিয়ে মেজদার সঙ্গে দেখা করেন। উমাপতিবাবুর মাধ্যমেই রবীনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হল সন্ধ্যাদেবীর। জীবনে বহু গান করেছেন সন্ধ্যা রবীন বাবুর সুরে। সন্ধ্যার উচ্চারণভঙ্গীকে আর সুক্ষ্ম ভেরিয়েশনগুলিকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার কোন তুলনা নেই। অতি সাধারণ সীমিত রেঞ্জে মনোহর ফুল ফুটিয়েছেন রবীনবাবু। এবং তা বিদগ্ধ শাস্ত্রীয় গায়ন বা কারুকার্যের সরলীকরণ করেই। তাঁর রচনায় অর্কেষ্ট্রার ব্যবহার বেশী নয়। ওয়েষ্টার্ণ ভাব

BANGLADARSHAN.COM

প্রায় নেই বললেই চলে। অদ্ভুত দৈব যোগাযোগের ফলে সন্ধ্যার প্লেব্যাক সঙ্গীতজীবনের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সুরকার ছিলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

সমাপিকা মুক্তি পাওয়ার পর কিছু ইতঃস্তত ভাবের পরে সন্ধ্যাকে সকলে সফল প্লেব্যাক শিল্পী হিসাবে মেনে নিল। গানের জগতে উত্থানের এই সময়টিতে সন্ধ্যাদেবী এক ব্যক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলেন। অষ্টাদশী হয়ে ওঠার আগেই তাঁর খুব মারাত্মক ধরণের মাম্পস হয়। অনেকদিন ভুগেছিলেন সন্ধ্যা। যমে মানুষে মাসখানেক টানাটানির পর মাম্পস সেরে যায়। কিন্ত একটা সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেল। এর ফলে তাঁর ডান কানের শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পরে বহু চেষ্টা করেও আর কিছু করা যায়নি। একজন উঁচু মানের শিল্পীর শুনতে না পেলে যে গানের উপলব্ধির কত অসুবিধা হয় তা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী এই হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়েও গান শুনে বুঝতে পারতেন এক বারে। অতি অল্প সময়েই তিনি সুর আয়ত্ব করে নিতেন বা গানটি তুলে নিতেন।

কিভাবে তিনি এই সময় কাজ করেছেন, তা তিনিই জানেন। সব সময় কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করত (টিনিটাস)। এতে মাথা ঘোরার মত অনুভূতি হয়। ডান দিকের কান নষ্ট হওয়ার ফলে শুধু যে একদিকের শ্রবণশক্তি গেল তাই নয়। শোনার যে অবস্থান নির্ণায়ক গুণ আছে তাও কনফিউজ্‌ড বা গোলমেলে হয়ে গেল। শব্দ শুনে আমরা সূত্রটির দূরত্ব ও দিক দুইই নির্ধারণ করতে পারি। সঙ্গীতে এই গুণটির জন্য বিভিন্ন যন্ত্র বা কণ্ঠের এফেক্ট বিভিন্ন হয় বা হতে পারে। ষ্টিরিও প্রকরণটি মূলতঃ কানের এই গুণের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। ডান কান হারিয়ে সন্ধ্যাদেবী সুরকার যখন গান শেখাচ্ছেন, তখন ভুল দিকে বা একটু কোণাকুণি বসলে ভাল শুনতে পেতেন না। ডান কানে ভোঁ-ভোঁ নিয়ে বাঁ কানে যা শুনতেন তাও ব্রেণ ঠিক নিত না। নিজের চেষ্টায় বাঁ কান হাতের তালু দিয়ে সামান্য ঢেকে শোনার পরিমাণ ব্যালান্স করে কাজ চালানোর মত ব্রেণ ট্রেণিং করে ফেললেন। সারা জীবন এই অর্ধ-কৃত্রিম শ্রবণ প্রণালী নিয়ে শিক্ষক, সুরকার, অ্যাকম্প্যানিষ্ট, যন্ত্র, শ্রোতা সবাইকে ম্যানেজ করে শত শত সফল কণ্ঠসঙ্গীত সৃষ্টি করে গেছেন সন্ধ্যাদেবী। এই সাধনা বোধ হয় সন্ধ্যার পক্ষেই সম্ভব। এই সময়ে স্বভাবতঃই তাঁর গানের প্রোগ্র্যাম বেশ কিছু কম হয়ে গিয়েছিল। আঘাত কাটিয়ে উঠতে সময় তো লাগবেই। গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতে সন্ধ্যাদেবী অগ্রজ শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্মান

BANGLADARSHAN.COM

রক্ষার জন্য উত্তরপাড়ার এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে চেষ্টা করেছিলেন গান গাইবার। কিন্তু পারার মত শক্তি ছিল না শরীরে। ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠলেন অসুস্থতা।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই নিয়মিত বেসিক রেকর্ডের গান গেয়েছেন সন্ধ্যা দেবী যা চল্লিশ বছর একটানা চলেছিল। কোন বছর দুই বা তিনবারও বেসিক রেকর্ড বেরিয়েছে। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি সমাপিকা রিলীজ হওয়ার আগেই সন্ধ্যার কাছে অনেকগুলি সিনেমায় গান গাওয়ার প্রস্তাব এসে গেল। 'বিদুষী ভার্যা' ও 'নন্দরাণীর সংসার' ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দেই মুক্তি পায়। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে 'সঙ্কল্প' ছবিটিও মুক্তি পায় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পায় 'অপবাদ' ও 'জিপসী মেয়ে'। এই দুটি ছবিরই সঙ্গীতকার ছিলেন রামচন্দ্র পাল। তিনি পরে বোম্বাই গিয়ে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পায় 'জিঘাংসা'। সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় বেশ কটি সিনেমার গান রেকর্ড করেছিলেন সন্ধ্যাদেবী। সবগুলি মুক্তি পায়নি। সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় গাওয়া, সঙ্গীত সম্মেলন বা ফাংশনে গাওয়া সমানে চলছিল। আর ছিল দাদাদের সঙ্গে গান শোনার কাজ। কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন বাদ দিতেন না। না খেয়ে না খেয়ে দাদাদের সঙ্গে ঠিক দেখে নিতেন। গানের চর্চা করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন অনেকক্ষণ। এই সময়েই সন্ধ্যাদেবীর স্বামী শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় তাঁর। সৈন্য বাহিনীর কার্কি, (পুনা)র প্রতিষ্ঠানে শ্যামলবাবু বছর তিনেক কেমিষ্ট হিসাবে কাজ করার পর লেখক হবেন বলে কাজ ছেড়ে তখন সবে কলিকাতায় এসেছেন।

সুস্থ হওয়ার বছর দুয়েক পরে সন্ধ্যাদেবী বোম্বাই চলে যান বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শচীনদেব বর্মণের ডাকে। সেটা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দী ছায়াছবিতে প্লেব্যাক করার প্রথম সুযোগ এসে গেল বেশ কম বয়সে। চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা এম পি প্রোডাকশন এর কর্ণধার মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্নে শচীন গাঙ্গুলী সন্ধ্যাদেবীর বাড়ীতে এসে খবর দেন যে, শচীনদেব বর্মণ তাঁকে খুঁজছেন। শচীনদেব নাকি তাঁর ছবিতে সন্ধ্যাকে দিয়ে গান গাওয়াতে চান। এই সূত্রে এ ও জানান যে, শচীনদেবের স্ত্রী মীরা দেবী তখন কলিকাতায় এবং তিনি সন্ধ্যার গান শুনতে চেয়েছেন। সন্ধ্যাদেবীর বড়দা প্রথমে বলেন, সন্ধ্যার এখন অনেক কাজ কলিকাতায়। কি করে যাবে? তাঁরা চিন্তায় পড়ে গেলেন। যাই হোক, একদিন গিয়ে মীরা দেবীকে গান শুনিয়ে এলেন। গান শুনে মীরা দেবী খুশী হয়ে আশীর্বাদ করেন। উৎসাহিত হয়ে সন্ধ্যাদেবীর বড়দা স্থির করলেন, সন্ধ্যাকে বোম্বাই

BANGLADARSHAN.COM

পাঠাবেন। যে মেয়ে কোনদিন বাইরে থাকেনি তাকে তো একা পাঠানো যাবে না। তাই ঠিক হল সন্ধ্যা দেবীর বড়দি সরসী সঙ্গে যাবেন ও সেখানে থাকবেন। বোম্বাই যাওয়ার ট্রেণ যাত্রা সন্ধ্যার বিশেষ ভাল লেগেছিল। ইন্টার ক্লাসের যাত্রী হয়েছিলেন। ফলে তুলনামুলক ভাবে ভাল ব্যবস্থাও উপভোগ করতে পেরেছিলেন। বোম্বাই পৌঁছে তাঁকে থাকতে দেওয়া হল 'খার' ষ্টেশনের কাছে 'এভারগ্রীণ হোটেলে'। শচীন দেবকে কলিকাতায় দু-এক বার সামনা সামনি দেখেছেন। এখন বোম্বাইতে তাঁর ছবিতে কাজ করবেন ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হলেন সন্ধ্যা। কিন্তু বোম্বাই পৌঁছে শচীনদেব সন্ধ্যাকে গান তোলাতে দেরী করছেন দেখে সন্ধ্যাদেবীর বড়দা তখনকার আর এক বাঙালী সঙ্গীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনিল বিশ্বাস পরিচালিত 'তারাণা' ছবিতেই গাওয়া 'বোল পাপিহে বোল' ছবিটি সন্ধ্যাদেবীর রেকর্ড করা প্রথম হিন্দী সিনেমার গান। ডুয়েট গানটি ছবিতে সন্ধ্যার কণ্ঠ ছিল শ্যামার লিপে। অপর শিল্পী লতা মঙ্গেশকর গানে লিপ দিয়েছিলেন মধুবালা। গানটি আজও সমান জনপ্রিয়। তারাণা মুক্তি পায় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। অনিল বিশ্বাসের সুরজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি গান তোলানোর ব্যাপারটার টেকনিক্যাল দিকটা খুবই ভাল বুঝতেন। শিল্পীকে ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে যেমন সম্ভব ছিল খুব কম সঙ্গীত পরিচালকের পক্ষে তা করা সম্ভব হত। তিনি নিজে অ্যাকম্প্লিশ্‌ড গায়ক ছিলেন নিখুঁত ঠুংরি গজল গাইতেন। সব যন্ত্রে হাত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর।

বোম্বাইতে তাঁর বড়দার উদ্যোগে এবং শচীনদেবের সহায়তায় সেকালের সব বড় বড় সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গেই দেখা করেছিলেন সন্ধ্যা। এদের মধ্যে মদনমোহন, সি রামচন্দ্র, নৌসাদ, খৈয়াম, বুলো সি রাণী, বসন্ত দেশাই উল্লেখযোগ্য। এঁদে সকলের সঙ্গেই কাজ করেছেন সন্ধ্যাদেবী। রেকর্ডিং হলেও সব ছবি হয়ত মুক্তি পায়নি। মহঃ সফি নামের এক সঙ্গীত পরিচালক ও বিনোদ নামের এক সঙ্গীত পরিচালকের গানও রেকর্ড করেছিলেন তিনি। তবে জগন্ময় মিত্র (সঙ্গীত পরিচালক জগমোহন) সম্বন্ধে কিছু বলেন নি সন্ধ্যা। শচীনদেবের সঙ্গীত পরিচালনায় দুটি ছবি 'সাজা' ও 'সাজ' ছবিতে তিনি গান রেকর্ড করেন। অধিকাংশ ছবিতেই ডুয়েট বা কোরাসে অংশ গ্রহণ করতেন তিনি। একক শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগেই মাত্র দু বছর বোম্বাইতে থেকে সন্ধ্যা হোম-সিক হয়ে পড়েন এবং কলিকাতায় ফিরে আসেন। বোম্বাইতে প্রথমে বড়দা পড়ে মেজদা তাঁর গার্জিয়ান ছিলেন। পালা করে বড়দি, মা ও বড়বৌদি সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা নিজেরাই অস্থির হয়ে

BANGLADARSHAN.COM

উঠতেন অজানা পরিবেশে। হোটেলে থাকা, স্বপাক আহার, নির্বান্ধব না হলেও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব, সব কিছু মিলে সন্ধ্যার মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। ফল কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। এর মধ্যে বছরে বেশ কয়েকবার কলিকাতায় রেকর্ডিং, ফাংশন বা সঙ্গীত সম্মেলনের জন্য আসতে হচ্ছিল। সব মিলে চাপ অনেকটা। সইতে পারেন নি তরুণী সন্ধ্যা। সম্ভবতঃ বোম্বাইতে গানের জগতের সুযোগ কলিকাতার চেয়ে বেশী আছে বলে তিনি বোধ করেন নি। লতা মঙ্গেশকর, সুরাইয়া, গীতা রায়(পরে দত্ত) ছাড়াও রাজকুমারী, সমসাদ বেগম, সুধা মালহোত্রদের মত আরও কয়েকজন ছিলেন গানের বাজারে। আর দেখা দিচ্ছিলেন আশা ভোঁসলে। তাই চলে এলেন মাতৃভূমিতে। বোম্বাইএর অভিজ্ঞতা সদ্যতরুণী সন্ধ্যাকে জীবনে সব প্রতিযোগিতায় জয় অর্জন করার শক্তি ও ধৈর্য তৈরী করে দিয়েছিল।

বোম্বাইতে থাকার সময় কলিকাতার অনুষ্ঠান, রেকর্ডিং বেতারের প্রোগ্রাম করার জন্য বছরে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করতে হত। শারীরিক কষ্ট ছাড়াও সময় নষ্ট হচ্ছিল এইভাবে। সব থেকে ক্ষতি হচ্ছিল রেওয়াজ এবং শিক্ষার। যাই হোক কলিকাতায় ফিরে তিনি নূতন উদ্যমে গানের জগতে প্রবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাছে তিনি শিক্ষা শুরু করলেন। খাঁ সাহেব তাঁকে গাণ্ডা বেঁধে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করলেন। এই গাণ্ডা বাঁধা অনুষ্ঠানটি হল গুরু শিষ্যের বন্ধনের স্বীকৃতি। শিষ্যের হাতে একটি সুতো বেঁধে দিয়ে গুরু তাকে নিজের ঘরানায় শিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তার পর ফুল মিষ্টি এইসব দেওয়া হয়। অন্য দিকে শিষ্যও এই ঘরানায় সারা জীবন থাকবেন সেই অর্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যান। বড়ে গোলাম আলি খাঁ সন্ধ্যাদেবীর জীবনে এককভাবে সবচেয়ে বড় প্রভাব। তিনি তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই বাবা বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন এবং বাবার দিকে থেকেও একই স্নেহপূর্ণ ব্যবহার পেতে শুরু করলেন। বড়ে গোলাম আলি খাঁর বালু হক্কক লেনের বাড়ী হয়ে উঠল সন্ধ্যাদেবীর দ্বিতীয় বাসস্থান। বড়ে গোলাম আলি খাঁর স্ত্রী হয়ে গেলেন মা, ছোট ছেলে মুনাব্বর আলি খাঁ হয়ে গেলেন সন্ধ্যাদেবীর 'ভাইয়া'।

জীবনে সন্ধ্যাদেবী গানের মধ্যে সীমাহীন পারফেকশন খুঁজে গেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে তিনি বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের শিক্ষা বর্ণে বর্ণে নিজের মস্তিস্কে সযত্নে রক্ষা করতেন। প্রতিটি নুয়ান্সের অবিকৃত রূপ তিনি আজীবন পরিবেশন করে গেছেন। বড়ে গোলাম আলি খাঁর

BANGLADARSHAN.COM

শিক্ষার উপর সংযোজন বা ইম্প্রোভাইজেশন করেন নি কোন সময়ে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবীর মধ্যে এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর ভিত্তি প্রস্তুত হতে থাকল। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর উদারায় মুদারায় সমান ভাবে বিচরণ করতে থাকল। বাবা বড়ে গোলাম আলি খাঁ তাঁকে শিখিয়ে প্রচুর আনন্দ পেতেন। এমন নিষ্ঠা খুব কম দেখা যায়। সন্ধ্যা দেবী বড়ে গোলাম আলি খাঁর কাছে যে কটি রাগ এবং লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে কটি ঠুংরি ইত্যাদি শিখেছিলেন, সন্ধ্যাদেবী সেইগুলিকেই মূলতঃ নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা আরও পারফেক্ট করে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী পঁচিশ বছরে বহু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। শ্রোতাদের প্রশংসার সঙ্গে খ্যাতিও লাভ করেছেন। রেডিওর প্রধান ষ্টেশনগুলিতে তিনি নিয়মিত অনুষ্ঠান করে গেছেন। তাঁর নাম, মাণিক ভার্মা, লক্ষীশঙ্কর প্রভৃতি লাইট ক্লাসিকাল গায়িকাদের সঙ্গে সমান মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত হত। একজন শিল্পীর পক্ষে বাণিজ্যিক লঘু সঙ্গীত বা আধুনিক গানের জগতে থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা প্রায় অসম্ভব। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তিনি যখন যে গান করতেন, তখন অন্য জগতটিকে ইরেজ করে দিতেন। বেসিক রেকর্ডের রিহার্স্যালের সময় কয়েক দিন বা হয়ত এক মাস উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন না। বিপরীত ঘটনাও সত্য। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অনুষ্ঠান থাকলে আধুনিক গানের চর্চা একেবারে বন্ধ করে দিতেন। সারা জীবন তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এই দ্বৈত্য সত্তা সঠিক ভাবে বজায় রেখে গেছেন। সম্মেলন ও রেডিওর বাইরে সন্ধ্যাদেবীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার খুব একটা হয়নি। মুনাব্বর আলি খাঁ নিজের উদ্যোগে এইচ এম ভি কে দিয়ে সন্ধ্যাদেবীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি এল পি রেকর্ড বার করেন। পরে সি ডি ফর্মে কতকগুলি ভজন এবং ঠুংরিও বাজারে এসেছে। কিন্তু তাঁর অল্প বয়সের কণ্ঠমাধুর্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সুরের মায়াজাল বিস্তার করে যে সমস্ত সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি গেয়েছেন, সেগুলি শোনার সৌভাগ্য পরবর্তী প্রজন্মের শ্রোতাদের আর হবে না।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কলিকাতার সঙ্গীত শিক্ষকদের কাছে গান শেখাও চালিয়ে গেছেন। বোম্বাই থেকে ফিরে প্লেব্যাকের দিকে তিনি আবার মন দিলেন। বেশ কিছু সুযোগ এসে গেল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল উঠতি নায়িকা সর্বাঙ্গসুন্দরী সুচিত্রা সেনের লিপে কয়েকটি সিনেমায় গান গাওয়ার সুযোগ। ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিজাত চালচলনের

BANGLADARSHAN.COM

সুচিত্রার সঙ্গে পরিশীলিত গায়নভঙ্গীর সন্ধ্যার কণ্ঠমাধুর্য সুন্দর ম্যাচ করে গেল। প্রায় 'মেড ফর ইচ আদার' বলে মনে হল সকলের। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত উত্তমকুমার সুচিত্রা সেন অভিনীত 'সাগরিকা' চলচ্চিত্রে এই পর্বের ক্লাইম্যাক্স দেখা গেল। ছবির সব গান হিট। সন্ধ্যার গানের চাহিদা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। বাঙালীর হৃদয়ে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় চিরস্থায়ী আদর ও সম্মানের জায়গা করে নিলেন। স্বভাবতঃই এর পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে। অল্পবিস্তর আপ-ডাউন বাদ দিলে এই সঙ্গীত প্রবাহ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অবিরাম প্রবাহিত হয়েছে, নিজের ছন্দে, নিজের গরিমায়, পারিপার্শিককে প্রায় অগ্রাহ্য করে। অথবা বলা যেতে পারে পারিপার্শিকের প্রভাবে মলিন হয়নি তাঁর সৃষ্টি। তাঁর বেসিক রেকর্ডের গানও এই সময় থেকে আরও বেশী করে প্রকাশিত হতে থাকে। নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, এবং সুধীন দাশগুপ্ত সন্ধ্যার গানে সুর করলেন। লেখকদের মধ্যে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, প্রণব রায় এবং ভাবী হৃদয়সম্রাট শ্যামল গুপ্ত অদ্ভুত সুন্দর সব কথায় সুরকে সুরেলা হতে বাধ্য করলেন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি গান লিখেছেন সন্ধ্যাদেবীর জন্য। সেগুলিও মনে রাখার মত। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর রচিত 'মধুর মধুর বংশী বাজে' গানটি সন্ধ্যাদেবীর উচ্চারণের গুণে শ্রোতাদের অবাক করে দিল। এই জয়যাত্রায় 'পথ ছাড় ওগো শ্যাম'; 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা' বাঙলা গানের ইতিহাসকে একেবারে বদলে দিল। এই সুর, এই ভাব আর কোনদিন হবে না। দক্ষিণী ভাষাগুলিতে বা মারাঠীতে যেমন সুরের আধিক্য তেমনটি বাঙলায় কোনদিনই হয়নি। বিদগ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীরা বাঙলা লাইট বা আধুনিক গানে সুর করতে তেমন এগিয়ে আসেন নি। ঘণ্টাশালা, সুশীলা বা জানকীর মত কণ্ঠও বাঙালীর মধ্যে হয়নি। যাঁরা ছিলেন, যেমন শৈল দেবী বা রাধারাণী, তাঁরা আধুনিক যুগের আগেই জীবনের 'প্রাইম' পার হয়ে গেছেন। আধুনিক গানের সুরকাররা প্রধানত পশ্চিমী ঢঙ আর প্রচলিত বাঙলা গায়নভঙ্গীর বাঁধনেই গানগুলিতে সুর করেছেন। এমন কি যাত্রার বিভিন্ন ধাঁচের গান, পল্লীগীতি, কীর্তন বা টপ্পার প্রভাবও লক্ষণীয় ভাবে কম। তবে সব বললেও কীর্তনের প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। সন্ধ্যাদেবীর এবং সম্ভবতঃ সমগ্র বাঙালী জাতির দুর্ভাগ্য যে তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়ে খুব বেশী শ্রেষ্ঠ গান তৈরী করার মত লোক আমাদের দেশে তৈরী হয়নি। এই গলা তিনি বহু চেষ্টা করে তিন দশক ধরে রেখে ছিলেন। কিন্তু যা করা সম্ভব ছিল তার এক ভগ্নাংশই মাত্র সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ বাঙালীর সার্বিক অবক্ষয়। দেশ বিভাগের ফলে সব ওলট পালট হয়ে গেল। বাকী সব প্রদেশ যখন ক্রমাগত উন্নতি

করতে থাকল, তখন বাঙালী বিপ্লব বা ইনষ্টাণ্ট সলিউশন খুঁজতে গিয়ে নিজেদের যা ছিল তাকে শেষ করার খেলায় মেতে উঠল। তাই অধিকাংশ বাংলা ছবির কোন প্রিণ্ট অবশিষ্ট নেই। লক্ষ লক্ষ গানের টেপ বা ডিস্ক নিশ্চিহ্ন। বুর্জোয়া অতীত ধ্বংস করে ভিখারী বাঙালী কার্যতঃ হিন্দীভাষী। শ্রবণে ও বচনে হিন্দীভাষী ও পঠনে ইংরাজীনবিশ এই হতভাগ্যদের শুধু পদবী পরিবর্তনই বাকী আছে। সন্ধ্যাদেবীর দুর্ভাগ্য এই অধঃপতন তাঁর চোখের সামনে ঘটে চলেছে।

এক একটি গান তুলতে সন্ধ্যাদেবী অনেক সময় নিতেন। তিনি কখনও নিজের কাজ বা ইম্প্রোভাইজেশন ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন না। সুরকার ইনফিরিয়র কিছু করলেও তাই স্বীকার করে নিতেন। ভগবানদত্ত ধৈর্য আর সীমাহীন সহ্যশক্তি তাঁকে নিজের পছন্দ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখত। সাধারণতঃ বিখ্যাত শিল্পীরা সুরকারের সৃষ্টিকে নিজের ঘরানায় বা ছাঁচে ফেলে কাজ করেন। এতে সব সময় যে ক্ষতি হয় তা নয়, অধিকাংশ সময়ে ডেলিভারী ভাল হওয়ার গুণে সব ঢেকে যায়। সন্ধ্যাদেবী কিন্তু সুরকারকে কখনও অতিক্রমণ করেননি। অপরপক্ষে তাঁর অপছন্দের রচনাও বহু পরিশ্রমে ও মনোযোগ সহকারে সুরকারের অরিজিন্যাল ফর্মেই গেয়েছেন। এই কমিটমেণ্ট রক্ষা করতে হলে প্রচণ্ড মানসিক শক্তির প্রয়োজন। ভগবান সন্ধ্যাদেবীকে সেই শক্তি দিয়েই তৈরী করেছেন।

গানের যাত্রা সগৌরবে চলতে থাকলেও সংসার জীবনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বসতে পারেননি বা বসে সফল হতে পারেননি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সদ্যতরুণী সন্ধ্যার মনে শ্যামল গুপ্ত মহাশয়ের গোপন ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। দুজনেই চাপা স্বভাবের, শ্যামল বলতে জানেন না। শুধু বোধ করতে পারেন। সন্ধ্যা কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না। কিছু একটা আছে বুঝতে পেরেও কিছু ভাবতে পারেননি। মাঝে মাঝে দুজনের দেখা হয়েছে। দু একটা কথাও হয়ে থাকবে। কিন্তু এর ফলো আপ ঠিক মত হত না। সেকালের পরিবেশে এমন হওয়া খুব অস্বাভাবিক ছিল না। স্বজাতির না হওয়ার জন্য হয়ত তাঁরা ভাবতেন না যে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। ভাল লাগার মধ্যেই সীমিত ছিল দুজনের সম্বন্ধ। তবু সাহস করে শ্যামল গুপ্ত সন্ধ্যাদেবীর বড় দাদাকে বলে ফেলেছিলেন তাঁর ইচ্ছার কথা। সেটা সন্ধ্যা বোম্বাই থেকে ফিরে আসার কিছু পরে। রক্ষণশীল পরিবারের বড় ছেলের যা করণীয় দাদা তাই করেছিলেন। ফ্ল্যাট রিফিউজ্যাল। হবে না নয়, হতে পারে না। সংযত স্বভাবের শ্যামল গুপ্ত মহাশয় হতাশায় না ভুগে তাঁর প্রেমের প্রকাশ করতে

থাকলেন কবিতায়। 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে ও কণ্ঠে এই সুরকবিতা গানের জগতে এক আশ্চর্য সৃষ্টি। টার্গেট কিন্তু ছিলেন মিতভাষী শ্যামলা মেয়ে, শাঁওলী বঙ্গালন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ধন্য সন্ধ্যা, যাঁকে উদ্দেশ্য করে এমন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। তিনি বাঙালীর মোনালিসা, অব্যক্ত অভিব্যক্তির মানবীয় রূপ। তবে সবটাই সব সময়ের জন্য অব্যক্ত ছিল না। সন্ধ্যাদেবী একটি গন্ধরাজ ফুলকে প্রায় পঁচিশ বছর যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। ধূলো না হয়ে গেলে সারাজীবন রাখতেন। এটি শ্যামলবাবু গ্রামোফোন কোম্পানীর নলিন সরকার স্ট্রীটের অফিসের সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে চয়ন করে সন্ধ্যাদেবীকে দিয়েছিলেন। দু-একটা কথাও হয়ে থাকবে। অযথা কৌতুহল প্রকাশ করা ঠিক নয়। দুজনের পারস্পরিক আকর্ষণ ভিতরে ভিতরে বাড়তে থাকল। একজন লিখে চললেন। আর এক জন গেয়ে মনকে হালকা করতে থাকলেন। বয়স থেমে থাকে না। এক সময় সন্ধ্যা তখনকার দিনের অচিন্ত্যনীয় ত্রিশের কোঠায় এসে পৌঁছে গেলেন। কিছু করা দরকার। কিন্তু সংস্কার, দ্বিধা আর লজ্জা চার দিক থেকে আটকে রাখল। তবে অনেকে এর মধ্যে জেনে গেছেন; কেউ কেউ ভাবতেন, হলে ভাল হয়। বাড়ীতে সকলেই চিন্তিত, তবে কি বিয়ে হবে না? পরিবারের সকলের মনও নরম হচ্ছিল। কিছু পরে বাড়ীর সকলে এ ব্যাপারে নরম হতে থাকেন। মা চেয়েছিলেন বিয়ে হোক। দাদা দুটো কারণে আপত্তি করতেন। জাত ছাড়াও সন্ধ্যার মত কৃতবিদ্য ও উচ্চ আয়ের শিল্পী কবির স্ত্রী হয়ে সুখী হবে না একথাও তিনি ভাবতেন। সন্ধ্যাও পরে দাদাকে ফেস করলেন, দাদাও নরম হলেন। চার হাত এক হল। সব কিছু মিলে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের দশ তারিখে ফুল ফাগুনের দখিন হাওয়ার মৃদু শিহরণ মনেপ্রাণে উপভোগ করলেন দুই অপেক্ষমান হৃদয়। প্রায় রেকর্ড সময়ের দেরী করে শুভবিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহের পর সঠিক সময়ে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর একমাত্র সন্তান প্রিয় কন্যা ঝিনুকের জন্ম হল। নাম বাবা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। বিবাহপর্ব সব অর্থেই সুসম্পন্ন বা চরিতার্থ হল। ঈশ্বরের কৃপায় নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল।

'সাগরিকা'র সাফল্যের পর দশ বছর পরে বিবাহ। এই দশ বছর সন্ধ্যাদেবীর জীবনে সর্বাধিক কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল এবং সৃষ্টির গুণমানের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম। বেসিক রেকর্ড এই সময়ে বেরিয়েছে প্রতি বছরে দু-তিন বার। সবই হিট, একবার শুনলেই মনে গেঁথে যায় এমন সব গান গীতিকার, সুরকার সকলেই বহু জন্মের ভাগ্যে পাওয়া কণ্ঠমাধ্যমটির সদ্ব্যবহার করার ব্যাপারে

BANGLADARSHAN.COM

ত্রুটি রাখতেন না। আর নীরবে আর একটি বিপ্লব ঘটে চলেছিল বাঙলা সঙ্গীত জগতে। তা হল যন্ত্রসঙ্গীতের সঠিক ব্যবহার ও যথার্থ প্রয়োগ। ভি বালসারা কলিকাতায় আসার পর থেকে অল ইন ওয়ান না হলেও, মেনী ইন ওয়ান হয়ে বেশ কিছু ঝকঝকে যন্ত্রশব্দ শ্রোতাদের কানে তুলে দিলেন। এফেক্ট দেখে এবং হিন্দী ছবির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, আরও অনেকে এগিয়ে এলেন। এক ঝাঁক যন্ত্রী বা অ্যাকম্প্যানিষ্ট তৈরী হল। বাঙলা গানের স্বর্ণযুগের কথা বলতে গেলে এই যন্ত্র ও যন্ত্রীদের অবদান উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুঃখের কথা মাত্র দু দশকের মধ্যে এই ট্র্যাডিশন উচ্ছন্নে গেল। তার পর ভাল বাজানোর লোক পাওয়া ভাল কণ্ঠশিল্পী পাওয়ার চেয়েও শক্ত হয়ে উঠল। মনন ও মনোযোগের অভাব, প্রতিভার অভাব, সব মিলে মরুভূমি হয়ে গেল গানের জগৎ। আজ যাঁরা পৃষ্ঠপ্রলম্বিত স্প্যানিশ গীটার বয়ে বেড়ান, গানের মধ্যে দু-চারটে ভ্যাম্প মেরে দিয়ে মানুষের হৃদয়ে স্থান পেতে চান, তাঁদের পিয়ানো কি হারমোনিয়াম কি অ্যাকর্ডিয়ান শেখার ধৈর্য না থাকায় এই পথের পথিক হতে হয়েছে। এঁরা বাঙালীর সার্বিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক মাত্র। এফেক্ট, কজ নয়। যাই হোক, ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা, সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা, সিনে মিউজিসিয়ান্স অর্কেষ্ট্রা ছাড়াও দলবদ্ধ এবং একক যন্ত্রীদের বেশ কয়েকজন খুবই উঁচু মানের শিল্পী ছিলেন। ওয়াই এস মুল্কী এঁদের একজন। সন্ধ্যাদেবীর গানেও তাঁর কণ্ঠকে সাপ্লিমেণ্ট করতে বা সামনে নিয়ে আসতে যন্ত্রসঙ্গীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রিলিউড বা ইণ্টারলিউডর মাধুর্য তো মনকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে রাখত। ফলে ১৯৫৫ থেকে বিয়ের সময় পর্যন্ত সন্ধ্যা দেবীর গানের সৃষ্টিগুলি আরও উজ্জ্বল আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। একটি গানও হিট হতে গিয়ে ফেল করেনি। স্বর্ণযুগের স্বর্ণালী সুর উপভোগ করার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। কান, মন, পারিপার্শিক, জীবনধারা সব ক্ষেত্রেই আমরা ভিত্তিভূমি থেকে লাফিয়ে উঠে পড়েছি 'উন্নতি'র আশায়। ভিত্তি তো হারালাম, কিন্তু ল্যাণ্ডিং কোথায় হবে? উত্তর 'অন্যত্র'। এদের বাঙালী হয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং বাকীটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

যেহেতু সন্ধ্যাদেবীর সব গানের একটি তালিকা এই রচনার পরবর্তী অংশে দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য পৃথকভাবে অতি প্রচলিত হিট গানগুলির উল্লেখ করা হল না। কেন পূর্বে যে দু-একটি উল্লেখ করা হয়েছে তা বাদ দিলে তাঁর গায়িকা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের গানগুলি (১৯৫৫-১৯৭৫) প্রায় সবই হিট। এদের শ্রুতিমধুরতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। ব্যক্তিগত মতে কোনটি কোনটির চেয়ে উচ্চমানের মনে হতে পারে মাত্র। এই দুই দশকে তিনি তাঁর গাওয়া গানের সিংহভাগ

BANGLADARSHAN.COM

গেয়েছেন। যদিও নব্বই এর দশকে সিডি মাধ্যমে প্রকাশের জন্য সন্ধ্যা একসঙ্গে অনেকগুলি করে গান গেয়েছেন, তবুও গুণমানের নিরিখে এই দুই দশকের গানের সঙ্গে সেগুলি তুলনীয় নয়। এই দুই দশকের মধ্যে প্রায় তিন বছর তাঁর কোন রেকর্ড এইচ এম ভি থেকে হয়নি। যদিও আগেকার রেকর্ড চালিয়ে এইচ এম ভি বাজার ধরে রাখতে পেরেছিল, কিন্তু সঙ্গীত জগতের এটা একটা বড় ক্ষতি হিসাবে পরিগণিত হবে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬২, যখন সন্ধ্যদেবীর কণ্ঠমাধুর্য তার 'প্রাইম'এ তখন রেকর্ড কোম্পানীর এই অবিবেচনার কাজ ক্ষমার অযোগ্য। যাই হোক শিল্পীদের 'লীডার' ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের হস্তক্ষেপে এই ঝামেলা মিটে যায়। এইচ এম ভি এই ভুল দ্বিতীয়বার করেনি, সেটাই বাঙালীর সৌভাগ্য।

বিবাহের পর স্বামীগৃহে লেক গার্ডেনের বাড়ীতে চলে এলেন সন্ধ্যাদেবী। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে জমি কিনেছিলেন শ্যামল বাবু। পরে বাড়ী করেন। অনেকের অবারিত দ্বার সেখানে। সংসারের কাজ কর্ম সবটা নিজে করতে না হলেও দেখাশুনা করতে হত। এক বৎসরের মধ্যে মা হলেন। আরও দায়িত্ব বেড়ে গেল। পিতৃগৃহের সঙ্গে ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমতে লাগল। একটা সময়ের পরে নিজের কাজের ব্যবসায়িক দিকটা স্বামীকে সামলাতে বললেন। ঝামেলায় পড়ে গেলেন শান্ত স্বভাবের কবি মানুষটি। তবে অনিচ্ছায় স্বীকৃত দায়িত্ব আজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন শ্যামলবাবু। সংসার করতে গেলে এসব করতে হয়। কবি, বৈজ্ঞানিক, ভাবুক, দুরন্ত বিপ্লবী সব এইখানে এসে এক পথের পথিক। সংসারধর্ম বড় ধর্ম মা -----। কর্মজীবনের কথায় ফেরার আগে সন্ধ্যাদেবীর সংসার জীবনের একটি প্রান্তিক দিকের কথা বলে ফেলা যাক। তাঁর সংসারে কাজের লোক (বাঙালীরা গাধা তাই 'ঝি'এর মত একটি সুন্দর কন্যাসম্ভাষণকে অসম্মানের মনে করে) নিয়ে তিনি প্রচুর মাথা ঘামাতেন। এই সব মেয়েরা মেদিনীপুর থেকে এসে কয়েক বছর তাঁর বাড়ীতে কন্যাস্নেহে পালিত হয়ে, তাঁরই উদ্যোগ ও ব্যায়ভারবহনে বিবাহিত জীবনের সুখের মুখ দেখতে পেত। তাঁর কুকুর তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। পুরষ চাকরদের তিনি অতি যত্নে রেখেছেন। তাঁর অন্য কাজকর্ম যিনি দেখাশুনা করেন, তিনি কার্যতঃ সন্ধ্যাসাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা। চট করে কেউ ব্রেক করতে পারবে না। চাকর-বাকর, আয়া, নার্স সকলেই তাঁর ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত যত্ন নিয়ে তাঁর বা তাঁর কন্যার সেবা করেছে। সব মিলিয়ে ভরা সংসার সন্ধ্যাদেবীর। ভাইপো, ভাইঝি,

BANGLADARSHAN.COM

বোনপো ইত্যাদি সকলের অবারিত দ্বার। সকলের মধ্যমণি হয়ে তিনি খুশী। শ্যামল বাবুও সন্তুষ্ট। মধ্য বয়স ও পরিণত বয়সে তাঁরা সময়টাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারলেন।

এত বড় শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে বাঙলার নিজস্ব সাংবাদিক সংস্থা বি এফ জে এ স্বীকৃতি দিতে প্রায় আড়াই দশক লাগিয়ে দিল। যদিও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দেই তখনকার বি এফ জে এ সদ্যতরুণী মাত্র কয়েকটি রেকর্ডের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত সন্ধ্যাদেবীকে তাঁদের পুরষ্কারে ভূষিত করেছিল। কি বিচিত্র এই দেশ! যাই হোক লজ্জার মাথা খেয়ে বাবুরা 'জয়জয়ন্তী' ছবিতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অপরূপ সুরসৃষ্টির সন্ধ্যাকণ্ঠের রূপায়ণকে তাঁদের পুরষ্কারে ভূষিত করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। বাঙালীকে এক লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করলেন। এ নিয়ে সন্ধ্যাদেবী আক্ষেপ করেননি। তিনি জানতেন বাজারী শিল্পের মানদণ্ডে তাঁর বিচার হওয়া কত শক্ত। যাই হোক বি এফ জে এ তাঁদের বকেয়া মেটালেন পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁরা সামুহিক পারফরমেন্সের বিচারে আবার অ্যাওয়ার্ড দিলেন সন্ধ্যাদেবীকে। বেটার লেট দ্যান নেভার। আরও অনেকগুলি পুরষ্কার তিনি পেয়েছেন। জয় জয়ন্তী ও নিশিপদ্ম ছবির গানের জন্য সন্ধ্যাদেবী জাতীয় পুরষ্কারেও ভূষিত হয়েছিলনে। অধিকাংশই পাপক্ষালনের প্রক্রিয়া। তাঁর প্রাইমে তাঁকে সে রকম সম্মান দেওয়া হয়নি। যা তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে পেয়েছেন তার সঙ্গে তুলনীয় অর্গানাইজ্ড এফর্ট হয়নি বলা চলে। তাঁর অসাধারণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার কোন মূল্যায়ন সেই সময়ের বিশেষজ্ঞরা করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন দাড়ি আর বাঁধানো দাঁত ছাড়া হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ওস্তাদ হওয়া যায় না। সন্ধ্যদেবীর ওই দুটি অবশ্য ছিল না। আরও খুলে বললে বলা যায়, যাঁরা গায়কী নয় 'নায়কী' বোঝেন তাঁদের মনে শ্যমবর্ণা সাধিকার অচপল সঙ্গীত পরিবেশনার সেরকম কোন প্রভাব পড়ত না। ওস্তাদ হতে গেলে রবিশঙ্কর, আমজাদ আলি খান, আল্লারাখার পুত্র বা পরভীন সুলতানার মত অভিজাত লুক্স্ চাই। গান তো দেখার জিনিস, লোকে বলে দেখলেন তো আসর মাতিয়ে দিল। তারপর গেঁয়োযোগী ভিখ্ পায় না। সব মিলিয়ে তাঁর ভাগ্যে যা ছিল তিনি পেয়েছেন। কিন্তু বেতার জগতের পুরানো সংখ্যাগুলিতে চোখ বুলিয়ে যে কেউ তখনকার দিনের প্রথিতযশা শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করে সহজেই সন্ধ্যাদেবীর গ্রেড নির্ধারণ করতে পারবেন। "সিঙ্গ টু ইয়োরসেল্ফ – সিঙ্গ টু দি ডিভাইন" গুরুদের শাশ্বত উপদেশ মেনে তিনি গেয়ে গেছেন। যতক্ষণ না পারফেক্ট মনে হয়েছে, চেষ্টা করে গেছেন। ভগবানকে শুনিয়েছেন। 'অমৃতস্য পুত্রা' শুনেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি। নাদব্রহ্মের

BANGLADARSHAN.COM

গরিমা তাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। যতদিন কান থাকবে, সন্ধ্যার গান মর্যাদা পাবে। জাত-কালাদের কথা ভেবে চিন্তিত হবার কিছু নাই।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকটা এদিক ওদিক করে গানের জগত কোন ক্রমে পার করে ফেলল। কিন্তু ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেলে কতদিন টিঁকে থাকা সম্ভব। 'জয়জয়ন্তী'র মাত্র এক দশক পরে সুরের নদীতে ভাটা নয় চড়া পড়ে গেল। ধারাটি লুপ্ত হবার উপক্রম। আর একটি ঘটনা গানের জগতকে শেষ ধাক্কা দিয়ে গেল। বিদেশী গ্রামোফোন কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া উঠে যাবার উপক্রম। 'টেকওভার মাষ্টার' শিল্পপতি রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁর সঙ্গীতজ্ঞা স্ত্রীর অনুরোধে মূমূর্ষু 'এইচ এম ভি'কে কিনে দেশের মান রক্ষা করলেন। কিন্তু যত খাওয়া সম্ভব তার থেকে বেশী গিলে ফেলা ওভারলোডেড শিল্পপতির পক্ষে কিছু অর্থ বরাদ্দ করা ছাড়া ব্যক্তিগত মনোযোগ এই ক্ষুদ্র লোকসানে চলা শিল্পটিতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এক দশকের অনাচারে সেখানে কর্মসংস্কৃতি বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। বাজার পাওয়াও শক্ত হয়ে উঠল। ক্যাসেট রেকর্ডিং এর রক্তবীজের ঝাড় ধুঁকতে থাকা এইচ এম ভিকে নাভিশ্বাসের পরিস্থিতিতে ঠেলে দিল। এর মধ্যেই ঘটে গেল সেই দুর্ঘটনাটি যা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে একক বৃহত্তম ক্ষতি হিসাবে পরিগণিত হয়। এইচ এম ভি'র দমদম কারখানায় আগুন লেগে তাঁদের 'মাষ্টার'গুলি নষ্ট হয়ে গেল। ষ্টকের অধিকাংশই জ্বলে ছাই। পরবর্তী কালে বিশিষ্ট রেকর্ড সংগ্রাহক 'হারুবাবু' ও 'সুশান্তবাবু' হারমনি হাউস প্রভৃতির উদ্যোগে হিট গানের প্রায় আশি শতাংশ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও সব বাঙলা গানের অন্ততঃ অর্ধাংশ চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। তার পরে যা হয় তাই হয়েছে। দামালেরা বাজার দখল করেছেন। সন্ধ্যাদেবীও পাঁচ দশকের জীবন পার করে পরিণত বয়সের জীবনবোধে এই ক্যাওসের মধ্যে হার্‌মণি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেননি। নিজের যথাসাধ্য সামর্থে সঙ্গীতের সেবা করে চলার সঙ্কল্পেই বাকী জীবন কাটিয়েছেন। আশির দশকে পর থেকে গানের দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁর ডিম্যাণ্ড বেড়ে গেলেও গুণগত অবনতি এড়িয়ে ভাল সঙ্গীত সৃষ্টি করা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে তিনি যা চিরন্তন বা টাইম-টেষ্টেড সেইদিকে বেশী মনযোগ দিলেন। নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং কিছু ভজনকে নূতন করে পরিবেশন করলেন। আরও পরে গিটারবাহী, জীবনমুখী হিন্দু-মান, আটারলি কনফিউজ্‌ড ম্যাভেরিক সঙ্গীতজ্ঞ সুমন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে এবং কয়েকটি তাঁর কথায় ও সুরে গেয়েছেন সন্ধ্যাদেবী। খুব একটা কিছু হয়নি। তাঁর কণ্ঠ তাঁর গুণকে ব্যবহার করার মত পরিবেশ,

BANGLADARSTAN.COM

সংস্থান কিছুই আর বাকী ছিল না। গীতিকারগণ ম্রিয়মান, সুরকার সবাই অস্তাচলে না হলেও অস্তরাগে স্তিমিত। প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক, চিত্রনাট্যকার সব দামাল। বাঙলা মায়ের দস্যি ছেলে। গুণের কদর গুণী নিজের মনেই থেকে গেল। ধীরে ধীরে নিভিল 'দেউটি'।

এরই মধ্যে সন্ধ্যাদেবী অনেক ফাংশন করেছেন। বেশ কিছু রেকর্ড করেছেন। অনেকগুলি সিনেমায় গানও করেছেন। তবে সুর কেটে গেলে আর জোড়া লাগানো যায় না। প্রবীণা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তাঁর কদর সঙ্গীতজগৎ ততটা করেনি যতটা করা উচিত ছিল। গোলেমালে দুটো দশক কাটিয়ে সত্তর পার করে সন্ধ্যাদেবী প্রবীণা হয়ে গেলেন। কেবল অজস্র গুণমুগ্ধদের অসহায় চোখের সামনে সরস্বতীর বরপুত্রী অর্ধপক্ক সঙ্গীতজীবন পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার না হয়ে স্তিমিত হয়ে গেল। গরীবের বাড়া গালি নাই। দারিদ্র্যে নিমজ্জিত বাঙালী আর কি করতে পারত? একটি বিষয় উল্লেখ না করলে বর্ণনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধ্যাদেবী সপরিবারে নর্থ অ্যামেরিকা ভ্রমণ করেন, সেখানকার উদ্যোক্তাদের অনুরোধে। বেশ কয়েকটি সফল একক লাইভ অনুষ্ঠানে তিনি গান করেন। শ্রোতাদের অনুরোধে, কখনও মাইক না ছোঁয়া কন্যা ঝিনুক মায়ের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে এবং দু-একবার একক গান পরিবরেশন করে সকলকে অবাক করে দেন। এই সব অনুষ্ঠানের নির্যাস সিডি ফর্মে বার হয়েছে। বার তের বছর পরে উনি আর একবার বিদেশে অনেকগুলি অনুষ্ঠান করেছেন। আর তাঁর সঙ্গীতজীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ 'ই টু এস সিষ্টেম' প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রী -------চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও ব্যয়ভারবহনে 'সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে' এক একক সঙ্গীত পরিবেশনের অনুষ্ঠানের কথা না উল্লেখ করলে বাঙালীর হৃদয়ের এক বিশেষ আবেগ আহত হত। তাঁর মিলেনিয়াম সঙ্গীতগুচ্ছ, পরিণত বয়সের আরও কয়েকটি পরিবেশনা, মানের দিক দিয়ে তাঁর নিজের যোগ্য না হলেও যথেষ্ট সুন্দর। 'এক দিন পাখী উড়ে যাবেই যে আকাশে'। কায়া থাকলেও সুরের পাখী উড়ে গেছে, শূন্য সঙ্গীতজগতে সেটা বোধ করার মত কেউ থাকলে ভাল লাগত।

সন্ধ্যাদেবীর ব্যক্তিজীবনের সরল সহজ জীবনযাত্রায় বর্ণনা করার মত অনেক ঘটনা আছে। এই সীমিত পরিসরে তা উল্লেখ করা সম্ভব হল না। আগ্রহী পাঠকেরা তাঁর স্ববিবৃত আত্মজীবনী, যেটি সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, (অনুলিখন সুমন গুপ্ত) প্রকাশক 'সাহিত্যম', সেটি পড়লে আনন্দ পাবেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত

BANGLADARSHAN.COM

না হলেও তাঁর কবি মনন এবং কল্পনাশক্তি খুবই উচ্চ শ্রেণীর। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, বা কোন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য শুনেছেন; তাঁরা স্বল্পভাষী কিছুটা নিস্পৃহ এই শিল্পীর বিদগ্ধতার সম্বন্ধে অল্প সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত হয়েছেন। বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলন ও রেডিও ষ্টেশনের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেশের প্রায় সব নগরেই তাঁর পদধূলি পড়েছে। তিনি তারিয়ে উপভোগ করেছেন, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী, ভ্রমণের বিলাসিতা এবং গুণী ও সপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তত্বসমূহের সান্নিধ্য। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও নেতাগণ আর সিনেমা ও সঙ্গীতজগতের প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর পরিচিত ছিলেন। আর ছিলেন অনেক ডাক্তার। প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুবার বেড়াতে গেছেন, দেশের কিছুই বাকী রাখেননি। এই অভিজ্ঞতা তাকে সঙ্কীর্ণতার অনেক উপরে নিয়ে গেছে। আর দিয়েছে ঐশ্বরিক প্রশান্তি। যার জন্য তিনি কোন দিন কারও নিন্দা করেন নি। সকলের প্রশংসা করেছেন, দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে। তাঁর সতীর্থ শিল্পী, অনুজ শিল্পী বা সঙ্গীত ও শিল্পজগতের সকলের সম্বন্ধে তাঁর মতামত সগুণাত্মক। এই সদর্থক চিন্তাধারা নিয়েই তিনি সুরের মাধুরী বিলিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ মানুষের বেশী কিছু বলার চেষ্টা না করাই ভাল। তবে এই প্রসঙ্গে আর এক মহাপুরুষ স্বর্গীয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সন্ধ্যাদেবীর সম্বন্ধে করা মন্তব্য উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাঙলা দেশের এক অনুষ্ঠানে হেমন্তবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কেমন গায়িকা। হেমন্তবাবু বলেছিলেন, সন্ধ্যা খুব উচ্চস্তরের গায়িকা, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা সন্ধ্যা একটি সুন্দর চরিত্রের মেয়ে। লাখ কথার এক কথা। সবাই তা জানে।

শ্যামলবাবুর কথা কিছু বলা দরকার। শ্যামলবাবু সন্ধ্যাদেবীর জীবনে হঠাৎ উদয় হননি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুণা থেকে কলিকাতায় ফিরে গানের জগতে যখন ঢুকলেন, তার আগেই ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর নিজের গ্রামোফোন রেকর্ড বেরিয়ে গেছে। তিনি কবি এ পরিচয় সবার জানা। তিনি গায়ক এ কথা সন্ধ্যাদেবী স্মৃতিচারণায় বলার আগে খুব কম লোকই জানত। রীতিমত অভিজাত পরিবার শ্যামলবাবুর। গোত্র পরিচয়ে তিনি মধ্যবিত্ত সন্ধ্যাদেবীর কিছু উপরে এটা বললেই ঠিক হবে। তাঁর নিকট আত্মীয়েরা অধিকাংশই উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল তাঁদের পরিবার ধর্মভীরু ও আচারনিষ্ঠ। শ্যামলবাবু নিজেও মাত্র পাঁচ বছর বয়সে কুলগুরু বলরাম স্বামীজীর কাছে অযোধ্যায় সরযু নদীতে স্নান করে প্রথামত দীক্ষা নিয়েছিলেন। সাত্বিক স্বভাবের

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ ছিলেন শ্যামলবাবু। নিজেও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে চারটে লেটার নিয়ে (সম্ভবত ষ্টার নিয়ে) ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট করে, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে রসায়নে অনার্স নিয়ে পাস করেন। অল্পের জন্য ফার্ষ্ট ক্লাস পাননি তিনি। মনের দুঃখে এম এস সি না পড়ে পুণার কার্কীতে এক্সপ্লোসিভ ল্যাবরেটরীতে কেমিষ্টের চাকরী নিয়ে চলে যান। ফিরে আসেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। কেন তা আগেই বলা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত শার্প ছিলেন। তাঁর ডিটেলে যাবার ক্ষমতা যাঁরা তাকে জানতেন তাঁরা দেখেছেন। সব বিষয়ে যাকে বলা হয় 'থরো' তাই ছিলেন শ্যামলবাবু। শ্যামলবাবু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র পালের সঙ্গীত পরিচালনায় 'অভিমান' ছবির দুটি গান লিখেছিলেন। সেই প্রথম তিনি চলচ্চিত্রের জন্য গান লিখলেন। এর একটি গান সন্ধ্যাদেবী গেয়েছিলেন। প্রথম আলাপ এখানেই।

সেই সময় সতীনাথ মুখোপাধ্যায় রামচন্দ্র পালের সহকারী ছিলেন। সতীনাথ ছিলেন শ্যামলবাবুর পূর্বপরিচিত। শ্যামলবাবু সতীনাথের চুঁচুড়ার বাড়ীতেও যাওয়া আসা করেছেন। সন্ধ্যাদেবীর বড়দা ছিলেন সতীনাথবাবুর ভক্ত আর মেজদা প্রায় সমবয়স্ক ও বন্ধু। সেই সূত্রে সতীনাথবাবু সন্ধ্যাদেবীর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। একবার শ্যামলবাবুকে নিয়ে সতীনাথ এলেন সন্ধ্যাদেবীর বাড়ীতে। উদ্দেশ্য শ্যামলবাবুর লেখা দুটি গান সন্ধ্যাদেবীকে শোনান ও তাঁকে দিয়ে গাওয়ান ও রেকর্ড করা। দুটি গানই সন্ধ্যা গেয়েছিলেন। একটি হল 'স্বপ্নভরা অন্ধকারে'। এইভাবে শ্যামলবাবু ও সতীনাথ মাঝে মাঝেই সন্ধ্যাদেবীর বাড়ীতে আসতেন। গান নিয়ে চর্চা, আলোচনা ইত্যাদি হত। কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধ্যাদেবীর পরিবারের সঙ্গে সতীনাথ ও শ্যামলের একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেল। এর কিছুদিন পরে শ্যামলবাবু এক জোড়া গান লিখলেন একটি অসুস্থ বালিকার কথা কল্পনা করে। সে তার মাকে বলছে, মাগো আমি আজ কি করে ফুল তুলতে যাব? তুমি আমাকে কাল সকালে ডেকে দিও, দেরী হলে অন্য কেউ সব ফুলে তুলে নেবে। এই হল এক পিঠের গানের কথার সারমর্ম। অন্য পিঠে ছিল 'আজকে আমি মরণলোকে মাগো, মাটির ভুবন ছেড়ে আছি অনেক দূরে"'। অর্থাৎ মেয়েটি মারা গেছে। সন্ধ্যাদেবী গানের কথাগুলি শুনে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন। শ্যমলবাবু অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি সারা জীবনে কোন শিল্পীকে গানের কথায় এতটা অভিভূত হতে দেখেন নি। বহু বৎসর পরে সন্ধ্যাদেবীকে

BANGLADARSHAN.COM

ব্যক্তিগতভাবে একথা বলেছিলেন শ্যামলবাবু। পরে অবশ্য সন্ধ্যাদেবী এই গানটি রেকর্ড করেন। এই সময়েই দুজনে দুজনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে যান। প্রথম আলাপের বছর চারেক পরে শ্যামলবাবু সন্ধ্যার দাদাকে বিবাহের প্রস্তাব জানান। বাকী কথা আগেই বলা হয়েছে।

বিবাহের প্রথম প্রস্তাব স্বীকৃত না হওয়ায় কবি শ্যামল বেশ কয়েকটি সন্ধ্যাশ্রয়ী আবেগপূর্ণ কবিতা লিখেছিলেন। এর আগেই বলা হয়েছে, সর্বশ্রেষ্ঠটির কথা "আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি"। আর একটির কথা বলার লোভ সম্বরণ করা শক্ত। “ও আমার মন যমুনা অঙ্গে অঙ্গে -----বঁধু কি তীরে বসে মধুর হেসে দেখবে শুধু সারাবেলা”; প্রতিটি শব্দের অর্থ জলবৎ তরলং। এটা শুধু তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। কাছের লোকেরা সন্ধ্যাদেবীকে স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনায় বলে ফেলেছেন, শ্যামলবাবুকে এতদিন অপেক্ষা করানোটা অবিচার হয়েছে। কিন্তু এই অবিচার না হলে ওই সৃষ্টিগুলি কি হতে পারত? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। এমনও হতে পারত যে সন্ধ্যাদেবী কুড়ি বাইশ বছর বয়সেই কোমরে আঁচল বেঁধে পাকা গিন্নী হয়ে গানের জগৎকে অনাথ করে পান চিবিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দিলেন। আর বিরহের যে আস্বাদ তাঁরা উপভোগ করেছেন, তা এককথায় স্বর্গীয়। পৌনে দুদশকের কোর্টশিপ কাম বিরহ, প্রায় চার দশকের বিবাহিত জীবন, অসংখ্য কীর্তি অনেক ঘটনা, সুখদুঃখ সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে ভরা সংসার ছেড়ে শ্যামলবাবু স্বর্গবাসী হলেন ২০১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাই । স্মৃতিভারে ঈষৎ বিষণ্ণা সন্ধ্যাদেবী কিঞ্চিৎ মলিন।

কন্যা ঝিনুকের জন্য সন্ধ্যাদেবী জীবনের যে কোন জিনিস ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বেশ বুদ্ধিমতী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ঝিনুক তাঁর মায়ের ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। ঝিনুকের গলা এবং সুরজ্ঞান মায়ের কাছে জন্মসূত্রে পাওয়া। চর্চা করলে এবং শিক্ষা করলে তিনি যে খুব উন্নতি করতেন এটা সবাই জানে। কিন্তু মা সন্ধ্যাদেবী তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গায়িকা হওয়ানোর চেষ্টা করেন নি। করলেও স্বাধীনচেতা ও আধুনিক চিন্তাশক্তিসম্পন্না ঝিনুক নিজের পথে নিজে বেছে নিত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ---------- ইনফরম্যাল কোন গ্যাদারিং বা ছোটখাট অনুষ্ঠানে বা একান্ত একা ঝিনুক গান গাইতেন, যখন ভাল লাগত তখন। ঠিক তখনই বোঝা যেত যে মায়ের অধিকাংশ নুয়ান্সের ভালরকম অ্যানালিসিস করে সে নিজের স্মৃতিতে তুলে রেখেছে। শিক্ষা না করে এই পারফেকশন, বুদ্ধির ব্যাকরূম প্রয়োগের ফলেই ঘটেছিল। তবে মনোযোগ কতটা হলে এভাবে জানা সম্ভব তা অভিজ্ঞ সঙ্গীতরসিক মানুষ ছাড়া আর কেউ কল্পনা করতে পারবে না। ঝিনুক ভাল

গান করে একথা অনেকেই জানতেন, কিন্ত সেটা শোনার সৌভাগ্য খুব বেশী লোকের হয়নি। তবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল ১৯৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধ্যাদেবীর নর্থ অ্যামেরিকায় সঙ্গীত পরিভ্রমণের সময়ে যখন ঝিনুক 'তুমি আমার মা' গানে লিপ দিলেন শ্রোতাদের অনুরোধে। তারপর অনেক ক'টি জায়গায় গানও করতে হয়েছে তাঁকে। এর অধিকাংশই রেকর্ড হয়ে যাওয়ায় রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। এরও আগে বড়ে গোলাম আলি খাঁর সুযোগ্য পুত্র মুনাব্বর আলি খাঁ, ঝিনুকের গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাদেবীকে অনুরোধ করেন, ঝিনুককে তাঁর কাছে হোল-টাইম ছাত্রী হিসাবে দিয়ে দিতে। কিন্তু মেধাবী ছাত্রী ঝিনুকের তাতে মত ছিল ন। সে এর পর হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজে ইংরাজী অনার্স নিয়ে পাস করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করে। আরও পরে বি এড করেছিল ঝিনুক। সন্ধ্যাদেবী যে পড়াশুনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর কন্যা সেই পথের যাত্রা সফল ভাবে সম্পন্ন করে মায়ের তৃপ্তির কারণ হয়েছিল। এমন কন্যারত্নের পাত্রের অভাব হওয়ার কথা নয়। যথাসময়ে সন্ধ্যাদেবীর এক বন্ধুর পরিবার অনেকদিন প্রবাসে থাকার পর কলিকাতায় ফিরে এল। ভগবানের নির্বন্ধে এঁদেরই সন্তান সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত সন্ধ্যাদেবীর জামাতার পদ অধিকার করলেন। অলমিতি বিস্তরেন। লোকের প্রাইভেসীকে রেসপেক্ট করতে শেখা উচিত আমাদের। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যথেষ্ট কোয়ালিফায়েড, করে কর্মে খাচ্ছেন তাঁরা। সুখে আছেন, মাকে স্বস্তি ও আনন্দে রেখেছেন। যাঁরা তাদের জানেন, তাঁদের জানার দরকার নেই। বাকীদের অপেক্ষা করতে হবে কখন তাঁরা বলেন তার জন্য। একটা কথা বলে দিলে অন্যায় হবে না। ঝিনুকের ভাল নাম সৌম্যী। তিনি সাউথ পয়েণ্ট স্কুলে ইংরাজী পড়ান। সিদ্ধার্থ বাবু দীর্ঘদিন ডিজাইনার ছিলেন প্রখ্যাত ডি সি পি এল কনসাল্টেন্সী সংস্থায়। বর্তমানে তিনি সেল্ফ এমপ্লয়েড ডিজাইনার।

তাঁর নাতির নাম রাহুল ও শাক্য, এই রত্নটির সম্বন্ধে তিনি কি ভাবেন তা আমরা দু-একটি কথায় বলে ফেলি। অবশ্যই সে চঞ্চল, দুষ্টু এবং ননীগোপালের অন্য সকল গুণের অধিকারী। মাত্র এক দুমাস বয়সে দিদার কোলে শুয়ে নির্বিবাদে একটা রিহার্স্যালের সেশন এনজয় করে গেল। রক্তে থাকলে যা হয়। দেখতে দেখতে সেও সাবালক হয়ে গেল। সন্ধ্যাদেবী নাতির সাইজে বড় হওয়াটা এড়াতে পারেন নি। তবে তাঁর মনের মধ্যে সেটা খুব একটা বড় হয়নি। তাঁর পুণ্যফলে নাতিটিও যোগ্য হয়ে বড় হচ্ছে। যথাসময়ে সে পরিবারের নাম উজ্জ্বল করবে, এটাই স্বাভাবিক।

BANGLADARSHAN.COM

মাতামহীর কল্যাণ কামনায় তার উন্নতির পথ আরও মসৃণ হয়ে উঠুক। তার পিতামাতার জীবনে সে পরম পরিতৃপ্তির কারণ হয়ে উঠুক। একেবারে কোন ডিটেল না দিলে পাঠক ভাববেন জানা নেই বলে এড়িয়ে গেছে। শাক্যর জন্ম ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। পড়াশুনা করছে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। যুগোপযুগী 'অ্যানিমেশন' সাবজেক্ট নিয়ে। কল্যাণমস্তু॥

সন্ধ্যাদেবীর জীবনে বহু ঘটনা, বহু কর্মকাণ্ড, বহু খ্যাতি, বহু আয়োজন, এসব বাদ দিয়ে গানের যাত্রার অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করা যাক। কারণ সন্ধ্যা মানেই সুর, সন্ধ্যা মানেই গান, নাদ ব্রহ্মের শুভ্রোজ্জ্বলা সহধর্মিণী দেবী সরস্বতীর মানবরূপ। গানের যাত্রার শৈশব থেকে সন্ধ্যা বড় হয়েছেন ব্যক্তিত্বপূর্ণ বড়দা ও পারফেকশনিষ্ট মেজদার কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ তাঁকে যে ছকে বেঁধে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যাদেবী জ্ঞানতঃ কখনও তার ব্যত্যয় করবেন না বলে নিজেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারের চিরায়ত সংস্কারে বড় হওয়ার জন্য তিনি গুরুজন বা শিক্ষক বা ট্রেণারদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন একথা ভাবতেই পারতেন না। নিজেকে কখনও খুব বোদ্ধা বা তাত্বিক বলে মনে করতেন না। ভাবতেন, যাঁদের সুরে কাজ করছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটি হয়ত সঠিক। তাঁর নিজেরই হয়ত বুঝতে কিছু ভুল হয়েছে। আবার অনেক সময় নিছক কুণ্ঠার কারণে নিজের সুস্পষ্ট মতামত থাকা সত্বেও বলে উঠতে পারেন নি। গায়িকা জীবনের প্রায় অর্ধাংশ দাদাদের ছত্রছায়ায় মানুষ হওয়ায় তাঁকে বাণিজ্যিক দর কষাকষি বিশেষ করতে হয়নি। কণ্ট্যাক্ট বা যোগাযোগের কাজ সবটাই দাদারা করতেন। ফলে অপরিচিত বা কিছুটা বিরুদ্ধভাবের সম্মুখীন খুব কম সময়েই হতে হয়েছে। অল্প বয়সে ব্যাপক পরিচিতি, সমাজের সব স্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন, ইত্যাদি করে ফেলার জন্য, তাঁর পক্ষে নীচে নামা খুব শক্ত ছিল। নিজের উচ্চ অবস্থান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সেই মর্যাদা লঙ্ঘিত না হয় সেইদিকে তাঁর লক্ষ্য থাকত। ফলে তাঁর পক্ষে বেশী মেলামেশা করা সম্ভব হয়নি। স্বভাবতঃ মিতভাষী সন্ধ্যাদেবী অকারণে গল্পগাছা করাতেও উৎসাহী ছিলেন না। তার ফলে তাঁর জগত দর্শন ছিল সম্পূর্ণ নিজের দেখা এবং নিজের জীবনে অতিবাহিত করা ঘটনা বা পরিস্থিতির মধ্যেই সীমিত। শোনা কথা, উপদেশ বা অনুসরণের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও গুরুজন বাদ দিলে আর কারও কথা মনে আনতেন না। নিজের প্রচারেও খুব উৎসাহী

BANGLADARSHAN.COM

ছিলেন না। উৎসাহ প্রধানতঃ একটি বিষয়ে:- গান গাইতে হবে। আরও ভাল গান। আরও ভাল করে। সম্ভব হলে আরও বেশী করে।

সন্ধ্যাদেবীর গায়ন প্রধানতঃ তিনটি প্রকরণের শ্রেষ্ঠমানে উত্তরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম হল তাঁর ভরাট সুমধুর কণ্ঠ। দ্বিতীয় হল তাঁর সুস্পষ্ট এবং নির্ভুল উচ্চারণ। তৃতীয় হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের "মীর গমক যতি" এবং আধুনিক বা লঘু সঙ্গীতের 'ওভাররাইডিং মডিউলেশন ও এক্সপ্রেশন' নিখুঁতভাবে ডেলিভারী করার ক্ষমতা। তাঁর কণ্ঠ জন্মগতভাবে বিশিষ্ট। গত পঞ্চাশ বৎসরে তাঁকে ইমিউলেট করতে পারে এমন কোন শিল্পী দেখা যায়নি। যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনেক কাছাকাছি সুবীর সেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সীমিতভাবে হেমন্তবাবুর বৈশিষ্টের অধিকারী। কিন্তু টোনাল কোয়ালিটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এর কাছাকাছি এমন কারও নাম করা সম্ভব নয়। তাঁর কণ্ঠের প্রধান বৈশিষ্ট হল এটি শুধু 'হারমণিকস রিচ' বলে মধুর নয়। বাঁশী যেমন বা আরও জটিল যন্ত্রের কথা বললে, ক্লারিওনেট যেমন এয়ার কলাম কম্পনে মাধুর্যের চরম সীমায় পৌঁছে দেয়, সন্ধ্যাদেবীর কণ্ঠ সেই রকম কণ্ঠনালীর জন্মগত গঠনের কারণেই অতি পরিশীলিত, মসৃণ এবং পূর্ণ। তাঁর অল্প বয়সের কণ্ঠস্বর অতি মধুর। পরিণত বয়স পর্যন্ত তাতে যেটুকু অবনতি হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। বয়সের ছাপ পড়বেই , শরীরের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তবু প্রায় চার দশক তিনি কণ্ঠমাধুর্যে এক নম্বর। বেশী বয়সে গলা ধরার ঘটনা অবশ্যই বেশী ঘটে থাকবে। সেই অবস্থায় বাধ্য হয়ে তিনি কিছু অনুষ্ঠান বা রেকর্ডিং করেছেন। সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। যখন তিনি সুস্থ আছেন, মুডের দিক দিয়ে স্বতস্ফুর্ত আছেন, সেই সময়ে তাঁর কণ্ঠ প্রায় অবিকৃত। তিনি নিজের কণ্ঠের ব্যাপারে কতটা সচেতন ছিলেন বা কি কি যত্ন করতেন তা আলোচনা করা পোষ্ট মর্টেম করার তুল্য। তাঁর উদ্যমে, সাধনায় ও ভগবানের দয়ায় যা ঘটেছে তা আমরা সকলে উপভোগ করতে পেরেছি, সমাজ সম্পন্ন বা ধনী হয়েছে। সমাজের উচিত, এই কণ্ঠমাধুর্য বিশ্লেষণ করে যেসব শিশুদের এর কাছাকাছি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের কাল্টিভেট করা। সন্ধ্যাদেবীকে নিয়ে গাদা গাদা প্রবন্ধ লিখে সে কাজ হবে না। তাঁর সুস্পষ্ট উচ্চারণ তাঁর গানে যে ক্ল্যারিটি বা পরিচ্ছন্নতা এনে দেয় তা এককথায় অতুলনীয়। বালীগঞ্জের খুব কাছাকাছি থাকলেও বালীগঞ্জীয় স্ত্রীজাতীয় বিকার (নে কে নি বলা, তো কে তু বলা ইত্যাদি) তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। তবে হয়ত দু এক জায়গায় স্লিপ অফ টাঙ হয়ে একটু হার্ড বা ষ্ট্রং ছ কি খ বলে ফেলছেন, যেটা সুরকার সচেতন থাকলে সহজেই

BANGLADARSHAN.COM

ঠিক করে নেওয়া যেত। কিন্তু সন্ধ্যাদেবী নিজে যত পারফেকশনিষ্ট, মার্জিন্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিতে সেই আউটলুক থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই দু-একটি উদাহরণ বাদ দিলে সবই সর্বাঙ্গসুন্দর। আর একটি সমস্য হল তাঁর ঠুংরি এবং কিছু শাস্ত্রীয় গায়ন নিয়ে অনেকে ভাবেন, বড়ে গোলাম আলির মত হয়নি। অনেকে মনে করেন ঘরাণার রীতি ধরে রাখতে পারেননি সন্ধ্যা। ঘটনা হল রাত্রিকালে দু-এক পাত্র খেয়ে বর্ষীয়ান পুরুষ গায়কেরা যে জড়িমা মেশানো ডেলিভারী করতেন তাই ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড হয়ে গেছে। সন্ধ্যা দেবী যে বাড়তি মাধুর্য আনতে পেরেছেন তা উপলব্ধি করার মত কানই অর্ধেক লোকের নেই। নাহলে জড়ানো মোটেই কোন শক্ত কাজ নয়। যদি কবিতার ভাব সেটা ডিম্যাণ্ড না করে তবে কেন করতে হবে? তাঁর ভজনের স্নিগ্ধতা আর তাঁর স্তোত্র উচ্চারণ এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লঘু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর হিন্দী উচ্চারণও উঁচু মানের। ক্ল্যারিটি বেশী এইটাই সকলের কানে লাগে। এতে কি কি ইমপ্রুভমেণ্ট হল তার খবর কেউ রাখে না। তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের 'মীর গমক যতি' এবং আধুনিক বা লঘু সঙ্গীতের 'ওভাররাইডিং মডিউলেশন ও এক্সপ্রেশন' নিখুঁতভাবে ডেলিভারী করার ক্ষমতা নিয়ে বলার বিশেষ কিছু নেই। এগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার, করা খুবই শক্ত। আবার ভগবানের সৃষ্টিতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষের এসব অনুধাবন করার মত কর্ণেন্দ্রিয়ই নাই। সন্ধ্যাদেবীর 'মধুর মধুর' বংশী উচ্চারণ মধুর হাসির সঙ্গেই করা সম্ভব। নেবনা সোনার চাঁপায় যতির প্রয়োগ খুব সূক্ষ্ম কিছু নয়, কিন্তু অ্যাকিউরেটলি না করতে পারলে ডিজাষ্টার হয়ে যাবে। এসব তাত্বিক আলচনা শিল্পীর গুণাগুণের পরিচায়ক হওয়া সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে যাঁরা অবাক হয়ে শুনবেন তাঁরা কারণটি অনুধাবন করতে পারলে হয়ত চেষ্টা করার সাহস পাবেন। এখন তো সবাই বলে বেড়াচ্ছে 'অত টাইম দেওয়া যাবে না' বা "রেওয়াজ করিনা, কারণ ওতে গলার ফাইন কোয়ালিটি গুলি নষ্ট হয়ে যায়"। একটা আড়াল তো চাই। পারিনা ঠিক আছে, কিন্তু লতা মঙ্গেশকর শ্রিল, বা সন্ধ্যা মুখার্জী লাউড এসব বলার পাপ করতে কেন ইচ্ছা হয়। সম্ভবতঃ স্বভাবপাপী বলে। বহুবিধ গুণের অধিকারিণী সন্ধ্যা দেবী কীর্তনাঙ্গ গান বিশেষ করেন নি। বাঙালী সমাজের এ এক বিরাট ক্ষতি। তাঁর ভজনের মাধুর্য থেকে বাৎসল্য রসে তাঁর গায়ন কত সুন্দর হতে পারত তা অনুমান করা শক্ত নয়। আরও অনেক আঙ্গিকে তিনি কাজ করেন নি বা তাঁকে দিয়ে করানো হয়নি। আমাদের দুর্ভাগ্য। দেশের প্রায় সব গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত বা অনুরোধপ্রাপ্ত হয়ে গান শুনিয়েছেন সন্ধ্যাদেবী। কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকে এবং রাজ্যে আরও অনেকে এই সৌভাগের অধিকারী হয়েছিলেন। সন্ধ্যাদেবীরও জেনে আনন্দ হত যে ভিআইপি মহলে

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গীতপ্রীতি কত বেশী ছিল সেকালে। এছাড়া ভারতের তিন তিনটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের সময়, কর্তৃপক্ষের অনুরোধে লতা মঙ্গেশকরের মত সন্ধ্যাদেবীও বহু অনুষ্ঠান করেছেন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। ফরওয়ার্ড এরিয়তেও কয়েক বার গান করেছেন। এই নিয়ে তাঁর গর্ব, আর পরিতৃপ্তির কথা তিনি সারা জীবন মনে রেখেছেন, অনেককে বলে আনন্দ পেয়েছেন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত অ্যাকাডেমির মাথায় বসিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। এতে তাঁর ভাবজগতের সময় কিছুটা অপব্যয় হবে। সমাজের জন্য এটা তিনি মেনে নিয়েছেন।

সন্ধ্যাদেবী মনে করেন তাঁর সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে তিনি প্রায় পাঁচ হাজার গান গেয়েছেন। সংখ্যাটা বেশী হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ তাঁর গাওয়া বহু ধরণের গান। তিনি ভার্সান গান করেছেন, অন্য সব শিল্পীর গান শ্রোতাদের অনুরোধে গেয়েছেন। শিক্ষা করেছেন কয়েক শত গান। প্রচলিত প্রায় সব গানই তিনি সুরে গাইতে পারতেন। যাই হোক, আমাদের দুর্ভাগ্য যে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কোনদিনই জানা যাবে না। তবে তিনি রেডিওতে যে বহুসংখ্যক প্রোগ্রাম করেছেন, তার অধিকাংশই রেকর্ড হয়নি। যা বিভিন্ন মাধ্যমে রেকর্ড হয়ে থাকতে পারে বিশেষজ্ঞরা তার সংখ্যা হাজার দেড়েক হবে বলে মনে করেন। দুঃখের কথা এরও পঞ্চাশ শতাংশ নিখোঁজ। যে সাত আটশো গানের সন্ধান পাওয়া গেছে তারও প্রায় একশটির অডিও পাওয়া যাচ্ছে না। যে সিনেমাগুলি মুক্তি পায়নি, যেগুলির প্রিণ্ট নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি উদ্ধারের আশা কম। এই সংক্ষিপ্ত জীবনী যারা পড়বেন, তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ, এই বিষয়ে অ্যাওয়ারনেস তৈরী করুন। যদি একটিও রেকর্ড বা গান খুঁজে পাওয়া যায়, তার জন্য প্রচুর চেষ্টা করতে হবে। সকলে এগিয়ে আসুন, একে অন্যকে বলুন, দেখতে দেখতে প্রচার হয়ে যাবে। কিছু ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই সুরসরস্বতী আবার আমাদের মাঝেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করুন, বিধাতার কাছে এই প্রার্থনার সঙ্গেই এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি সাঙ্গ হল। ত্রুটি মার্জনীয়।

বিশেষ আবেদন: অনেকের সহযোগিতায় নিম্নলিখিত গানের তালিকাগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলি এখনও অসম্পূর্ণ। বহু গানের রেকর্ড নং নেই। আরও বেশ কিছু গান পাওয়া যাবে। সকলে দয়া করে খোঁজ করুন। এ কাজ সমাজের সকলের দায়িত্ব।

BANGLADARSHAN.COM

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান

বেসিক রেকর্ডের গান

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	রেকর্ড নং
তুমি ফিরায়ে দিয়েছ	গিরীন চক্রবর্তী	গিরীন চক্রবর্তী	GE 2818 ১৯৪৫ আগষ্ট
তোমার আকাশে ঝিলমিল করে	গিরীন চক্রবর্তী	গিরীন চক্রবর্তী	
ফাগুনবনের আমি			GE 7148 ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারী
এই ধরণীতে প্রথম বিরহী	সুধীরলাল চক্রবর্তী	মোহিনী চৌধুরী	
যেথা ফাগুনের যত ঝরঝর পাতা	দূর্গা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7285 ১৯৪৮ জুলাই
স্মরণে তোমারে পাই	????	????	
কেন তুমি চলে যাও গো	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র	GE 7382 ১৯৪৮ সেপ্ট-অক্ট
কার বাঁশী বাজে	সুধীরলাল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র	
ফিরিয়া যেও না ওগো	সুধীরলাল চক্রবর্তী	শৈলেন রায়	GE 7588 ১৯৪৯ সেপ্টেম্বর
সাথীহারা রাতে বিমনা মনের পাখী	সুধীরলাল চক্রবর্তী	শৈলেন রায়	
ঝরাপাতা আর ঝড়ে নেভা দীপ	দুর্গা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7735 ১৯৫০ জুলাই
ওরে ও বিজন রাতের পাখী	দুর্গা সেন	তারক ঘোষ	
ওগো মোর গীতিময়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমল ঘোষ	GE 7801 ১৯৫০ অক্ট
আমি প্রিয়া তুমি প্রিয়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমল ঘোষ	
গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	GE 7898 ১৯৫১ জুন
রাতের শেফালী ঘুম ভেঙে বলে	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	
যবে একদিন মোর	দুর্গা সেন		GE7951 ১৯৫১ সেপ্ট
শুধু জলে লিখে নাম	দুর্গা সেন	বটকৃষ্ণ দে	
স্বপ্নভরা অন্ধকারে মোর গানের এই	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE 24013 ১৯৫২
আঁখিজলে হায় কার ছায়া বয়ে আসে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
আমাদের গান শুনেছে	????	????	GE 24616 ১৯৫২ সেপ্ট
একটি প্রদীপ জ্বেলে দিও	????	????	
এমনি করে আরও কদিন	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE 24653 ১৯৫৩ জানু
আজকে আমি মরণলোকে	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
নবান্নের এই পূজো শেষে	????	????	GE 24660 ১৯৫৩ মার্চ
আগামী দিনের সবুজ স্বপ্ন	????	????	
মরা চাঁদ আর ঝরা ফুল	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	GE 24677

আজ বলে যাই পৃথিবী তোমায়	সতীনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	১৯৫৩ জুলাই
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা	সলিল চৌধুরী	বিমল চন্দ্র ঘোষ	GE 24685 ১৯৫৩ সেপ্ট
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	
তুমি তো পৃথিবী দিলে না আমারে ঠাঁই	সত্যজিত মজুমদার	সত্যজিত মজুমদার	GE 24708 ১৯৫৩ ডিসে
আমি যেন শাওনের	????	????	
বল মধুপের সনে ফুলেরা কি কথা কয়	চিত্ত রায়	অরূপ ভট্টাচার্য	GE 24729 ১৯৫৪ জুন
আজ বসন্ত এল বুঝি এলো রে	চিত্ত রায়	অরূপ ভট্টাচার্য	
ওগো বিহঙ্গ মেল পাখা	সুধীন দাশগুপ্ত	শৈলেন রায়	GE 24752 ১৯৫৫ জানু
মোর গান শিশিরের ঝরা সুরে গো	সুধীন দাশগুপ্ত	শৈলেন রায়	
ও ঝরাপাতা এখনই তুমি	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24777 ১৯৫৫ জুলাই
হয়তো কিছুই নাহি পাবো	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
গানে তোমায় আজ ভোলাবো	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24760 ১৯৫৫ আগষ্ট
আমি শুনি, ওগো শুধু শুনি	????	????	
অনেক দূরের ওই যে আকাশ নীল হল	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24798 ১৯৫৬ মার্চ
তোমারে হারানো এ তো নয় এ তো নয়	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা 'চিরকুমার সভা' ১৯৫৬	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	GE 24792 ১৯৫৬ এপ্রিল
ওগো তোরা কে যাবি পারে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
এই রাত ঐ চাঁদ, এই ফুল ঐ তারা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24804 ১৯৫৬ সেপ্ট
বাঁশী বুঝি আর নাম জানে না			
তুমি এলে তাই জীবনে ফাগুন এলো	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 24816 ১৯৫৭ জানু
আর জনমে হয় যেন গো তোমায় ফিরে পাওয়া	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
রুম ঝুম ঝুম ঝুম নূপুর কে বাজায়	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	GE 24844 ১৯৫৭ জুন
থই থই শাওন এল ঐ	সুধীন দাশগুপ্ত	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	
প্রজাপতি মন আমার পাখায় পাখায় রঙ ছড়ায়	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24863 ১৯৫৭ সেপ্ট
আজ কেন ও চোখে লাজ কেন	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
পথ ছাড় ওগো শ্যাম কথা রাখ মোর	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24886 ১৯৫৮ মার্চ
তুমি তো জান না কত ব্যথা ভুলে থাকি	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
সখি চিকন কালা গলায় মালা বাজো নুপুর পায়		পরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল' অ্যালবাম	GE 24898 ১৯৫৮ জুন
সই না কহ ও সব কথা, কালার পিরীতি	সুরকার রথীন ঘোষ???	পরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল' অ্যালবাম	

এই নদীতীরে খুঁজিয়া বেড়াই	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 24906 ১৯৫৮ আগষ্ট
মরমী গো, আজ মনের কথাটি বল না	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
ঘুম নামে পথের ছায়ায়	????	????	GE 24945 ১৯৫৯ মার্চ
হাতে কোন কাজ নেই টেবিলেতে একরাশ	সরোজ কুশারী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	
বরষা ব্যাকুল রাতে	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 24964 ১৯৫৯ জুলাই
বঁধুয়া এল না এল না, পাখীরা ফিরিল নীড়ে	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
মধুর মধুর বংশী বাজে	সুধীন দাশগুপ্ত	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 24973 ১৯৫৯ আগষ্ট
চিনেছি তোমারে অচেনার মাঝে	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	
দিন নেই ক্ষণ নেই এখন তখন নেই	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 24988 ১৯৬০ জানুঃ
নেবো না সোনার চাঁপা কণকচাঁপা ফেলে	নচিকেতা ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	
আমি তো তোমারই কাছে রয়েছি	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র	GE 25002 ১৯৬০
কতবার আমি বলেছি তোমারে	শ্যামল মিত্র	পবিত্র মিত্র	
আর ডেকো না সেই মধু নামে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	GE 25017 ১৯৬০ আগষ্ট
মধুমালতী ডাকে আয়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
শোন শোন এই রাত কি যে বলে (সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	ভি বালসারা	শ্যামল গুপ্ত	GE 25030 ১৯৬০ নভেঃ
তরী ভেসে যায় (সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	ভি বালসারা	শ্যামল গুপ্ত	
চোখের জলে যদি হয় ছোট্ট নদী	সুধীন দাশগুপ্ত	সুবীর হাজরা	GE 25057 ১৯৬১ এপ্রিল
রূপালী চাঁদ ঝিলে	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	
আমার কি বেদনা সে কি জানো		রবীন্দ্রনাথ	GE 25061 ১৯৬১ জুলাই
আমার যে দিন ভেসে গেছে		রবীন্দ্রনাথ	
চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমলাপ্রসাদ ঘোষ	GE 25068 ১৯৬১ আগষ্ট
পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কমলাপ্রসাদ ঘোষ	
মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা	নচিকেতা ঘোষ	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 25085 ১৯৬২ জানুঃ
তারা ঝিল মিল স্বপ্ন মিছিল	নচিকেতা ঘোষ	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	
**চৈতী ফুলের কি বাঁধিস রাঙা রাখী			ECLP 2274 ১৯৬২ জুলাই
**পিয়া পিয়া পিয়া কে ডাকে আমারে			
রাঙা সাঁঝের লগনে রঙ লেগেছে নয়নে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 25182 ১৯৬৪ মে
মানসী সেজেছি আমি মরমিয়া তুমি সাজবে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	
আমি লুকাতে পারিনি অশ্রুলেখা	সুধীন দাশগুপ্ত	সুবীর হাজরা	GE 25193 ১৯৬৪ আগষ্ট
ও কথা বলবো না শুনবো না রে	সুধীন দাশগুপ্ত	সুধীন দাশগুপ্ত	
অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	ECLP 2370

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৬৪ জুন
রিম ঝিম ঝিম ধ্বনি শুনি কার পায়	সন্তোষ মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 25231 ১৯৬৫ আগষ্ট
এ কী কথা আমি লাজে মরি	????	????	
আজ রাতে জোনাকীরা বেলোয়ারি ঝাড়গুলো জ্বেলে যায়	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 25245 ১৯৬৬ জানুঃ
এ রাতের নেই তুলনা	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া	নজরুল	নজরুল	EALP 1300 ১৯৬৬ জানুঃ
বিদায় সন্ধ্যা আসিল ওই	নজরুল	নজরুল	
যা রে যা, যা ফিরে যা মন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE 25263 ১৯৬৬ আগষ্ট
গুন গুন মন ভ্রমরা কোথা যাস কিসের ত্বরা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	
রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা	সুরসাগর হিমাংশু দত্ত	শৈলেন রায়	EALP 1311 ১৯৬৬ আগষ্ট
শুধু কাঙালের মতো	সুরসাগর হিমাংশু দত্ত	শৈলেন রায়	
চাঁদের স্বপন ভরা মধুক্ষণে + কে গো এলে তুমি	অনিল বাগচী	কমল ঘোষ	SEDE 3015 ১৯৬৭ ফেব্রুঃ
কথা রাখো সহেলী গো+ শোন সখী, বাঁশী কেন	অনিল বাগচী	কমল ঘোষ	
কে গো এলে তুমি আমারই ফাগুন দিনে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 25279 ১৯৬৭ জুন
শোন সখী, বাঁশী কেন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
জীবনে যা কিছু ছিল (ওরে মন আমার)	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	GE 25291 ১৯৬৭ অক্টোঃ
যদি নাম ধরে তারে ডাকি	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী ??	
ক্লান্ত কোকিল কেন ডাকো	নচিকেতা ঘোষ	প্রণব রায়	GE 25323 ১৯৬৮ আগষ্ট
ওই চাঁদ দোলে দোলে	নচিকেতা ঘোষ	প্রণব রায়	
প্রেম তো জীবনে একবারই আসে হায়	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	33ESX 4259 ১৯৬৯ ফেব্রুঃ ১২ টি গানের অন্যগুলি পুরাতন
ঝরাপাতা আর ঝড়ে নেভা দীপ	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
ভালোবাসার দিনগুলি মোর	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
কেন তা জানো			
বনের বসন্ত এলো এলো মনের বসন্ত এলো	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
আমার এই রিক্ত ডালি	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	45GE 25338 ১৯৬৯ মে
দীপ নিভে গেছে মম	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
সজনী গো কথা শোন যমুনা কুল কুল বহে না কেন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45GE 25351 ১৯৬৯ সেপ্টেঃ
গা, গা রে পাখী গা	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	

গীতিনাট্য শ্রীরাধার মানভঞ্জন সঙ্গীতাংশ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	EALP 1344 ১৯৬৯ সেপ্টেঃ
দিবস রজনী আমি যেন কার	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	45GE 25378 ১৯৭০ এপ্রিল
আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
গীতিনাট্য ঠাকুরমার ঝুলি সঙ্গীতাংশ	নচিকেতা ঘোষ	ভাস্কর বসু	ECLP 2456 ১৯৭০ আগষ্ট
এই ভালো আছি বেশ একলা	নচিকেতা ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	45GE 25389 ১৯৭০ সেপ্টেঃ
ওগো সিঁদুর রাঙা মেঘ	নচিকেতা ঘোষ	কামাখ্যা ঘোষ	
হাওয়া লাগে গানের পালে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	45GE 25408 ১৯৭০ মে
এ পরবাসে রবে কে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
গহন রাতি ঘনায় জানিনা যাব কোথায়	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	45GE 25414 ১৯৭১ সেপ্টেঃ
সজনী গো সজনী	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	
গীতিনাট্য রামী চণ্ডীদাস সঙ্গীতাংশ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	ECLP 2506 ১৯৭১ সেপ্টেঃ
একি নয়নে নতুন রঙ দিলে	????	????	45GE 25421 ১৯৭২ ফেব্রুঃ
জানে না বন্ধু আমার	????	????	
মিশে গেল কত নাম কত প্রাণ	????	????	45GE 25436 ১৯৭২ মার্চ
বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাঙলায়	সুধীন দাশগুপ্ত	ওবেইদুর রহমান	
তুমি যদি ডাকতে পারো আমি কি আসতে পারি না	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45GE 25459 ১৯৭২ সেপ্টে
যদি কাঁদতে পারতাম তবে একটা বরষা হয়ে যেত	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
শুধু কাঙালের মত অ্যালবাম ‘মিউজিক অফ হিমাংশু দত্ত’	হিমাংশু দত্ত	শৈলেন রায়	7EPE 1195 ১৯৭২ সেপ্টে
কিছু আর কহিব না গো প্রিয়		সলিল চৌধুরী	45GE 25493 ১৯৭৩ আগষ্ট
ও নীল নীল পাখী		সলিল চৌধুরী	
গীতিনাট্য আলিবাবা সঙ্গীতাংশ (১৯৫৫)	ছি ছি এত্তা জঞ্জাল		EASD 1395-6 ১৯৭৩ আগষ্ট
যমুনা কিনারে রাত আঁধারে কার বাঁশী যেন ডাকে আমারে	অখিলবন্ধু ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE 25490

আমার মনে নেই মন কী হবে আমার জানি না সে কোথা আছে	অখিলবন্ধু ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭৪ ফেব্রুঃ
প্রিয় এমন রাত যেন	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	SEDE 3076 ১৯৭৪ এপ্রিল নজরুলগীতি
কত আর মন্দির দ্বার	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	
মোর প্রথম মনের মুকুল	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	
কেন দিলে না কাঁটা	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	
রাতকে ঘুম পাড়িয়েছি আর যেন ভোর না হয়	????	????	45GE 25512 ১৯৭৪ সেপ্টে
রিনিঝিনি কিঙ্কিনী বাজে লাজে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
‘রামকৃষ্ণায়ণ’ সঙ্গীতাংশ			EASD 1411 ১৯৭৪ সেপ্টে
ঝরাপাতা ঝড়কে ডাকে বলে তুমি নাও আমাকে	????	শ্যামল গুপ্ত	SEDE 3106 ১৯৭৫ আগষ্ট
খোলা আকাশ কি অতো ভাল লাগতো	????	শ্যামল গুপ্ত	
আমি তার ছলনায় ভুলব না	????	শ্যামল গুপ্ত	
চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কি হবে	????	শ্যামল গুপ্ত	
পথের যেমন চলা খেয়ার যেমন পারাপার	ভি. বালসারা	শ্যামল গুপ্ত	SEDE 3110 ১৯৭৬ জানুঃ
চলে গেছ ডেকে আমাকে না দেখে	ভি. বালসারা	শ্যামল গুপ্ত	
মন নিয়ে প্রিয় যেওনা চলে	কমল দাশগুপ্ত	প্রণব রায়	ECSD 2526 ১৯৭৬ ফেব্রুঃ
চরণ ফেলিও ধীরে ধীরে প্রিয় আমার সমাধি পরে	কমল দাশগুপ্ত	প্রণব রায়	
কাগজের এই নৌকা আমার	????	শ্যামল গুপ্ত	SEDE 3116 ১৯৭৬ আগষ্ট
এখনো অনেক দূরে যেতে হবে	????	????	
এই রে, সাত পাঁচ না ভেবে	????	????	
বড় দেরীতে তুমি বুঝলে	????	শ্যামল গুপ্ত	
গীতিনাট্য ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ সঙ্গীতাংশ	????	????	EMGE 11002 ১৯৭৬ আগষ্ট
‘চির-অজানার চির-জানা বাণী’ সঙ্গীতাংশ	রচনা অজয় ভট্টাচার্য	কাব্যগীতি সুর??	ECSD 2543 ১৯৭৬ সেপ্টে
গীতিনাট্য ‘ছোটদের রামায়ণ’ সঙ্গীতাংশ	সুধীন দাশগুপ্ত	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	S/ EMGE 11003 ১৯৭৬ সেপ্টে
গীতিনাট্য ‘চাঁদবিনোদ’ সঙ্গীতাংশ	দীনেন্দ্র চৌধুরী	কাব্যগীতি	ECSD 2459 ১৯৭৭ ফেব্রুঃ
কোজাগরী এই জ্যোৎস্না ভেজা অপরূপ	????	শ্যামল গুপ্ত	SEDE 3129 ১৯৭৭ আগষ্ট
চন্দ্রলেখা যদি লেখনী হয়	????	????	

ভাবিনি তোমায় ভালোবাসলে	????	????	
ফেরে না কেন তরী	????	????	
গীতিনাট্য 'টিনের তলোয়ার' সঙ্গীতাংশ	প্রশান্ত ভট্টাচার্য	উৎপল দত্ত	ECSD 2563-5 ১৯৭৭ আগষ্ট
ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো	লিরিক্স্ অফ দেশবন্ধু	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	ECSD 2668 ১৯৭৮ ফেব্রুঃ
আজিকে বঁধু থেকো না দূরে	ঐ	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	
জলতরঙ্গ বাজে কার মন সাজে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	S/SEDE 3138 ১৯৭৮ আগষ্ট
মনে মনে চোখের জলে শুনছি যেন মাগো তুমি ডাকছো (বিয়ের গান)	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
শহর থেকে দূরে মন যেতে চায় উড়ে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
কাঞ্চন কাঞ্চন পাহাড়ে আহা রে বাহা রে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
বিমানে বিমানে আলোকের গানে জাগিল ধ্বনি (মহিষাসুরমর্দিনী)	পঙ্কজকুমার মল্লিক	বাণীকুমার	
সঙ্গীতালেখ্য 'মহিষাসুরমর্দিনী' সঙ্গীতাংশ			EMGE 11013-14 ১৯৭৮ আগষ্ট
বাজুবন্ধ খুলে খুলে যায়	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	S/SEDE 3150 ১৯৭৯ আগষ্ট
কাটেনা বিরহেরি রাত	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	
কি করি সজনী আসেনা প্রীতম	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	
বিজরী চমকে হিয়া কাঁপে	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	
তুমি আমার মা (সহঃ শ্রাবন্তী মজুমদার)		পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/7EPE 2307 ১৯৮০ সেপ্টঃ
নাচে নাচে বৃষ্টি নাচে ওই পদ্ম পাতায় রে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	S/SEDE 3161 ১৯৮০ সেপ্টেঃ
সাগর আমায় ডেকে নিয়ে যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
সারাবেলা করে খেলা তোমাকে নিয়ে পাতা	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
ঝাঁক ঝাঁক টিয়া উড়ে যায় মনটা সবুজ	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
চলে গেলাম, আমি চলে গেলাম	শ্যামল মিত্র	শ্যামল গুপ্ত	S/SEDE 3169 ১৯৮১ সেপ্টেঃ
হয়তো আবার ফিরে আসবে যখন	শ্যামল মিত্র	শ্যামল গুপ্ত	
আকাশ! এ কি আলো ছড়িয়ে	শ্যামল মিত্র	শ্যামল গুপ্ত	
জানি, জানি, জানি, পৃথিবীতেই নয়	শ্যামল মিত্র	শ্যামল গুপ্ত	
সজনী গো সজনী দিন রজনী কাটে না		সলিল চৌধুরী	S/33ESX 4271/STHVS 842371 ১৯৮৩ আগষ্ট
থৈ থৈ শাঙন এলো ঐ		যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	
কবে মিটাবে জীবনেরই আশা	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	S/SEDE 3188 ১৯৮৩ সেপ্টেঃ
যেয়ো না, না যেয়ো না	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	

গেঁথে আন রে মালা ললিতা	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	
প্রেম যে কাঁদে রাধার	মুনাবর আলি খান	শ্যামল গুপ্ত	
জনম জনম গেল আশা পথ চাহি	নজরুলগীতি	কাজী নজরুল ইসলাম	S/33ESX 4271/STHVS 842371 ১৯৮৪ সেপ্টেম্বর
মম মানস মাধবী লতার কুঞ্জে		কাজী নজরুল ইসলাম	
তুমি আর একটি দিন থাকো		কাজী নজরুল ইসলাম	
হোরির রঙ লাগে আজি		কাজী নজরুল ইসলাম	
স্বপন যখন ভাঙবে তোমার		কাজী নজরুল ইসলাম	
আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন		কাজী নজরুল ইসলাম	
আমি মা বলে যত ডেকেছি		কাজী নজরুল ইসলাম	
দে দোল দে দোল ওরে দে দোল দে দোল		কাজী নজরুল ইসলাম	
গভীর রাত্রে জাগি খুঁজি তোমারে		কাজী নজরুল ইসলাম	
গগনে কৃষ্ণমেঘ দোলে কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে		কাজী নজরুল ইসলাম	
আর কত গান গাহিব বল		কাজী নজরুল ইসলাম	
হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল		কাজী নজরুল ইসলাম	
নতুন গানের রঙীন খামে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	PSLP 1589 / HTCS 02B 2644 ১৯৮৬ সেপ্টেম্বর অ্যালবাম ‘নতুন গানের রঙীন খামে’
নানা দেশ ঘুরে যেখানেই গান গেয়েছি	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
তুমি স্বপ্ন না সত্যি মন না মনের ভুল	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
ও, কুহু কুহু ডাকে কোয়েলিয়া	ভূপেন হাজারিকা	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঢেউ তুলে তুলে হয় সাগর নদী	অজয় দাস	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	
অসময়ে নেমে বরষা দিয়েছে আমার মুখ রেখে	অজয় দাস	শ্যামল গুপ্ত	
সবার চেয়ে দামী জানি যা পেয়েছি আমি	মান্না দে	শ্যামল গুপ্ত	
ফুলে ঢাকা পাখী ডাকা সকালটা	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
আমার ভস্ম ছড়িয়ে দিও না	ভূপেন হাজারিকা	শ্যামল গুপ্ত	
মহুয়ার বনে উতলা গানের পাখী	দীপালী ঘোষ	প্রসূন মিত্র	
আঁধারে যদি হারাই আমি	অখিলবন্ধু ঘোষ	মিল্টু ঘোষ	
একটি ছোট্ট দ্বীপ সমুদ্রে ঘেরা চারিধার	মান্না দে	শ্যামল গুপ্ত	
যদি ভুল করে ভুল মধুর হল		অগ্নিপরীক্ষা	PMLP 1624 / STHV 842446 ১৯৮৭ সেপ্ট
ওগো অকরুণ		সূর্যতোরণ	
কিছু খুশী কিছু নেশা ভরা এই সুন্দর আলো ঝরা বেলাতে		স্মৃতিটুকু থাক	
এই যে কাছে ডাকা		চাওয়া পাওয়া	
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি		বিপাশা	

তুমি যে আমার প্রথম রাতের		ভালবাসা	অ্যালবাম
পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া		পথে হল দেরী	‘মিলিত মাধুরী’
ফুলের কানে ভ্রমর আনে		অগ্নিপরীক্ষা	
এই সাঁঝ ভরা লগনে (পথে হল দেরী)		পথে হল দেরী	
এই মধুরাত		সাগরিকা	
তুমি যে আমার		শিল্পী	
আঁখি জানে		সাগরিকা	
মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি কেন ফুটিয়া লুকাইতে চায় রে		চন্দ্রনাথ	
কৌন তর্‌হাসে		মরুতীর্থ হিংলাজ	
কবে আমি বাহির হলেম	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	PSLP 1617 / FPHVS 842444
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
আমার আর হবে না দেরী	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
যেতে যেতে একলা পথে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
পথের শেষ কোথায়	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	১৯৮৭ মে অ্যালবাম ‘তোমার সুরের ধারা’
তোমার সুরের ধারা	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রসঙ্গীত
মরণের মুখে রেখে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
সমুখে শান্তি পারাবার	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
যা পেয়েছি প্রথম দিনে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
যদি সত্যিই আমি গান ভালবেসে থাকি	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	PSLP 1652 / STHVS 24104
মন-ময়ুরী আবেশে দোলে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
দুজনের ছোট্ট কাহিনী শেষ হলো এভাবেই	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
সরু তুলি দিয়ে জোড়া ভুরু এঁকে ও পটুয়া	রামানুজ দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঘুমপাড়ানি সুরে নয়ন দুটি জুড়ে ঘুমপরী	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	১৯৮৮ সেপ্টেম্বর অ্যালবাম ‘পৃথিবী তোমায় যাই জানিয়ে’
তুমি প্রভাতে কহিলে তবে যাই আর তো সময় মোর নাই	????	প্রণব রায়	
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেছে মনের দেশের রাজকুমারী	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	
ধীরে বন্ধু ধীরে এসো বিজন গানের তীরে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
অনেক চেনা মুখ আরতো দেখতে পাবো না	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
বিনা কাজে আহা কি যে করে মন	রামানুজ দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	

জানি বাহিরে আমার তুমি অন্তরে নও	কমল দাশগুপ্ত	প্রণব রায়	
তোমাকে যেমন ভাবি চিরদিনই অনুভবে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	
চোখ মেলো ও চোখ মেলো চম্পাকলি	সুকুমার মিত্র	অমিতাভ নাহা	PSLP 1689 / STHVS 24159 ১৯৮৯ সেপ্টেম্বর অ্যালবাম ‘ও চম্পাকলি চোখ মেলো’
সোনাঝুরি রোদে নাচে পাহাড়িয়া ঝোরা	অধীর বাগচী	শ্যামল গুপ্ত	
মেঘ থেকেই বৃষ্টি ঝরে ঝরে ঝর্ণা হয়ে যায়	অসীমা মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
ভোরের ভালবাসা যেমন রাতকে শেষে করে আপন	জয়দেব সেন	ডাঃ সমরাদিত্য নন্দী	
লজ্জা বনের কৃষ্ণচূড়া স্বপ্ন মাঠের সবুজ ধান	????	????	
যখন তোমার ইচ্ছা হল জন্ম নিলাম মায়ের কোলে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
কুহেলি ঘেরা এই রাত স্বপ্নে আঁখি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়	অধীর বাগচী	শ্যামল গুপ্ত	
না যাবো না ঘাটে মিছে আর আশায় থাকিস না	সুকুমার মিত্র	সুনীল বরণ	
আকাশ দেখে হচ্ছে মনে একটু পরেই আরো কালোই হবে	জয়দেব সেন	শ্যামল গুপ্ত	
কত অনুনয় করলাম শুকতারাকে যেন	অসীমা মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
ওই কাঁঠালীচাঁপা কে পাঠালো পরাতে নতুন খোঁপায়	দিনেন্দ্র চৌধুরী	শ্যামল গুপ্ত	
নদী, ভাঙ্গে গড়ে তীর, ভাঙ্গে গড়ে নীড়	সুপর্ণকান্তি ঘোষ	দীপঙ্কর ঘোষ	
কথা যা ছিল, কেন হল শুধুই কথার কথা	সুপর্ণকান্তি ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	PSLP 1708 /STHVS 24208 ১৯৯০ সেপ্ট অ্যালবাম ‘কী করি সজনী আসে না প্রিয়তম’
ওই যে চিকন চিকন লাল শিমূলের আলো	সমরেশ রায়	ডাঃ সমরাদিত্য নন্দী	
টুকরো কাগজ হয়ে -------- থেকে হায় হায় উড়ে যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
যদি ঝরাপাতা হতে পারতাম	সুপর্ণকান্তি ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	
এখন আমি তোমার কাছে নেই	সমরেশ রায়	ডাঃ সমরাদিত্য নন্দী	
নাচেরে শ্রীরাধার মনের ময়ূর (মিশ্র কৌশিকধ্বনি)	সুকুমার মিত্র	শ্যামল গুপ্ত	STHVS 822491 ১৯৯২ অ্যালবাম ‘এ কি চন্দনে রেখেছ মন
বাদলের ধারা ঝর ঝর ঝর না (মিশ্র ভূপালী)	গোবিন্দ বসু	শ্যামল গুপ্ত	
বলা হলো না যে আধা আধো লাজে (খাম্বাজ)	অরুণ ভাদুড়ী	শ্যামল গুপ্ত	

ধীরে ধীরে ঘিরে তন্দ্রা এল (মিশ্র যোগ)	মানস চক্রবর্তী	মানস চক্রবর্তী	আমার’
একি চন্দনে রেখেছ মন আমার	মানস চক্রবর্তী	মানস চক্রবর্তী	
কেন কাঁদে বিরহী বাঁশরী (মিশ্র কৌশিকী কানাড়া)	গোবিন্দ বসু	শ্যামল গুপ্ত	রাগপ্রধান
ডেকো না বিহঙ্গ পিয়ারে বারে বারে (ইমন কল্যাণ)	সুকুমার মিত্র	শ্যামল গুপ্ত	
জাগি নিশি একেলা নিরালায় (মিশ্র কলাশ্রী)	অরুণ ভাদুড়ী	শ্যামল গুপ্ত	
মনোবীণা বাজে	রাগাশ্রয়ী গান	অন্যগুলি আগের	STHV 842623 ১৯৯২
জীবনে যা কিছু ছিল মোর সাধের স্বপন	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	STHV 842716 ১৯৯২
সেদিনও বলেছিলে এই সে ফুলবনে		কাজী নজরুল ইসলাম	STHVS 842771 ১৯৯২ নজরুলগীতি অ্যালবাম ‘তুমি কি আসিবে না’
তুমি কি আসিবে না বলে ছিলে তুমি আসিবে আবার		কাজী নজরুল ইসলাম	
সাঁঝের আঁচলে রহিল হে প্রিয় ঢাকা		কাজী নজরুল ইসলাম	
কেন দিলে এ কাঁটা			
ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির ম্লান সুরভী		কাজী নজরুল ইসলাম	
কত আর এ মন্দির ছার			
প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বিফল		কাজী নজরুল ইসলাম	
আসে রজনী, সন্ধ্যামণির প্রদীপ	বাকী আগের	কাজী নজরুল ইসলাম	
মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	SPHO 842844 ১৯৯২
জয়যাত্রায় যাও গো 'চিরকুমার সভা' ১৯৫৬	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	
না বলে যায় পাছে সে	'চিরকুমার সভা' ১৯৫৬ অ্যালবাম ‘আমি গান গেয়ে জাগি’ রবীন্দ্রসঙ্গীত		
দিবস রজনী আমি যেন কার			
ক্ষমিও হে শিব	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন	STHVS 842880 ১৯৯২ অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান
নিদ নাহি আঁখিপাতে	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন	
হরি প্রেম গগনে	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন	
নীলাকাশের অসীম ছেয়ে	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
ওগো সাথী মম সাথী	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন	
কি আর চাহিব বল	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন	
আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে	রজনীকান্ত সেন	রজনীকান্ত সেন	

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে	রজনীকান্ত সেন	রজনীকান্ত সেন	অ্যালবাম ‘ক্ষমিও হে শিব’
(মাগো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়	রজনীকান্ত সেন	রজনীকান্ত সেন	
আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
সে বসল কি না বসল তোমার শিয়রে	রজনীকান্ত সেন ???	রজনীকান্ত সেন	
আজি এসেছি, আজি এসেছি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
তোমারেই ভালবেসেছি আমি	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	
মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে	অতুলপ্রসাদ সেন	অতুলপ্রসাদ সেন	
ধন্য হোক ঘাস সবুজ বনের পাখী		সুমন চট্টোপাধ্যায়	STHVS 842995 ১৯৯৭ আধুনিক অ্যালবাম ‘ধন্য হোক’
আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস তুমি তাই নিয়ে বাঁচি	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
তুমি আমায় ভালবাসলে শুধু আমারই হল না ভালবাসা	কল্যাণ সেন বরাট	শ্যামল গুপ্ত	
হালকা তুলোর মত টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে	প্রসেনজিত ফাংচু	শ্যামল গুপ্ত	
তোমরা বল্‌লে বহুকাল চোখে ঘুম নাই	কল্যাণ সেন বরাট	শ্যামল গুপ্ত	
তুমি তোমার গল্প বল			
তোমার ক্ষমার মত জ্যোৎস্নায় ভিজে	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	
কয়েকটা পায়ে চলা পথ জীবনের ছবিটা	প্রসেনজিত ফাংচু	শ্যামল গুপ্ত	
জবাব দেবার সময় এবার এসেছে	কল্যাণ সেন বরাট	শ্যামল গুপ্ত	FPHVS 843083 ১৯৯৮ আগষ্ট আধুনিক
বাজে রে ডম্বরু ঘন দেয়া গরজনে	কালাচাঁদ লাহিড়ী	কালাচাঁদ লাহিড়ী	
জোনাকির মিটিমিটি আলোয়	প্রসেনজিত ফাংচু	শ্যামল গুপ্ত	
আমার স্মৃতিতে অনুপম আর রবীন		সুমন চট্টোপাধ্যায়	
শেষ দরজাটা পেরুলে কার মুখোমুখি দাঁড়াব	প্রসেনজিত ফাংচু	শ্যামল গুপ্ত	
কলসে কাঁকন লাগে রিনিকি ঝিনি জলে	কালাচাঁদ লাহিড়ী	কালাচাঁদ লাহিড়ী	
সময়ের সাথে মিতালী পাতাতে চলেছি সবার সঙ্গে	সুর কি সুমনের???	সুমন চট্টোপাধ্যায়	
মনের অতলে নেমে যখনই বিবেকটাকে	কল্যাণ সেন বরাট	শ্যামল গুপ্ত	
আসছে শতাব্দীতে	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	STHVS 843233 ১৯৯৯ আগষ্ট আধুনিক
তোমায় দুঃখ দিতে চাইনি	অজয় দাস	শ্যামল গুপ্ত	
ভর দুপুরবেলা বন্ধু বাজায় বাঁশী কি করে	প্রসেনজিত ফাংচু	শ্যামল গুপ্ত	
যাও যাও দীপশিখা যাও নিভে যাও	অনুপম ঘটক	শান্তি ভট্টাচার্য	
চিরদিনের ভালবাসায় তুমি আমার কাছে	সতীশ ভাটিয়া	শ্যামল গুপ্ত	

আজ আসিতে আমার কাছে	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
একটি ভালোবাসায় জানি	অজয় দাস	শ্যামল গুপ্ত	
মুহূর্তগুলো খেয়া পারাপার করে	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	
এ পথে যাবে যখনই মনে পড়ে যাবে	কালাচাঁদ লাহিড়ী	শ্যামল গুপ্ত	FPHVS 843426 ২০০০ পূজা আধুনিক
শ্রাবণী পূর্ণিমা রাতে কে রঙীন রাখী পরালে	কালাচাঁদ লাহিড়ী	শ্যামল গুপ্ত	
ফুল সুন্দর চাঁদ সুন্দর তুমি সুন্দর আরও	????	জানা নাই	
মন আমার কোথায় ভেসে যায়	????	জানা নাই	
দিন রাত করে গুঞ্জন যে আমার কানেকানে	????	???	
ফুলের কলি ঘুম যায় দুষ্ট অলি ঘুম যায় (ছায়াছবি দৃষ্টি ১৯৫৫)	অনুপম ঘটক	প্রণব রায়	
রঙধনু-টানা সেতু চলে	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	
আকাশ আমায় ডাকছে ডাকছে	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	
এই ফাগুনে ডাক দিল কে (নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	
দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে	ডাঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	শঙ্করাচার্য	
যদি সত্যি আমি গান ভালবেসে থাকি	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
পরিনি কপালে টিপ	অনিল বাগচী	চণ্ডীদাস বোস	সেরা পূজোর গান
কাছে কেউ থাকবে কি থাকবে না	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সাদা পায়রা গিয়েছে উড়ে
কিছুরই তো কোন দাম থাকে না, সে দাম দেবার যদি কেউ না থাকে	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ঐ
সাদা পায়রা গিয়েছে উড়ে	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ঐ
দুটি সাধারণ জীবনের অল্প কথার গল্প	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ঐ
এমন কিছু রাস্তা বেশী নয়	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	ঐ
রূপকে দুলে চলে সাতটি মাত্রা তাদের দুলুনিতে কালের যাত্রা	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	ঐ
আজু রজনী হাম জাগি পোহায়নু পেঁখলু পিয়ামুখ চন্দা		অ্যালবাম 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল'	
আমারই এ বুকে কান্না কে বোঝে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী ১৯৮১
ছেঁড়া ছেঁড়া ফুলের ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মালা		গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	
আমায় বাসন্তী শাড়ী এনে দে (ছায়াছবি	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	

দুরন্ত জয় ১৯৭৩)			
খুশী হব কানাকানি করে যদি রাত	রাজেন সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মহাশ্বেতা১৯৬৭
আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
আসছে আলাদিন নিয়ে তার আশ্চর্য প্রদীপ	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	অ্যালবাম
বাউল হাওয়া সইল না	স্বপন বসু	শ্যামল গুপ্ত	অশ্বমেধের
ইচ্ছে আছে তাই এখনো গেয়ে যাই	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	ঘোড়া ২০০৩
চল দেখি কত দূরে যাবে	সুমন চট্টোপাধ্যায়	সুমন চট্টোপাধ্যায়	
গত গোধুলি লগ্নে হয়েছে মালা বদল	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছেই	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
পিছনের পথ কুয়াশায় ঢেকে দিয়ে	জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	
কূল ভাঙানী নদী আমার করলি সর্বনাশ	স্বপন বসু	শ্যামল গুপ্ত	
বুদ্ধু ভুতুম ????	নচিকেতা ঘোষ	ভাস্কর বসু	রূপকাহিনীর
ঠাকুরমার ঝুলি	নচিকেতা ঘোষ	ভাস্কর বসু	দেশে
আমি কাঙাল দয়াল গুরু আমার মন তো কাঙাল নয় ???? সহঃ পূর্ণদাস বাউল	কে ডি বাবু??	লালন ফকির	
৩৬৪ ????			

চিত্রগীতি

গানের প্রথম ছত্র	সুরকার	গীতিকার	চলচ্চিত্র	রেকর্ড নং
আমারে লয়ে যে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	সমাপিকা ১৯৪৯	ECSD 2605 ১৯৮০ মার্চ
তব মনের মধুবনে কে দিল আজি দোলা	সুবল দাশগুপ্ত	প্রণব রায়	সে নিল বিদায় ১৯৫১	
আমার সুরে ঢেউ লেগেছে পাখীর কলগানে	সুবল দাশগুপ্ত	প্রণব রায়	সে নিল বিদায় ১৯৫১	

এই পথ যদি না শেষ হয় (সহঃ হেমন্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সপ্তপদী ১৯৬৩	
গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিপরীক্ষা ১৯৫৫	S/33ESX 4268 ১৯৮০ সেপ্টেঃ
চম্পা চামেলী গোলাপেরই বাগে (সহঃ মান্না দে)	অনিল বাগচী	প্রণব রায়	অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী	
আকাশের অন্তরাগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সূর্যমুখী ১৯৫৬	
জানিনা ফুরাবে কবে এই পথচলা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সবার উপরে ১৯৫৬	
ও বক্ বক্ বকম্ বকম্ পায়রা	শ্যামল গুপ্ত	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মায়ামৃগ ১৯৫৯	
আমি তোমারে ভালবেসেছি	রাজেন সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	নতুন জীবন ১৯৬৫	
তীর বেঁধা পাখী আজ	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	পিতাপুত্র ১৯৬৯	
তুঁহু মম মন প্রাণ হে	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী ১৯৬৭	
এ গানের প্রজাপতি	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দেয়া নেয়া ১৯৬৩	
দু চোখের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে				
বাঁধো ঝুলনা (সোলো ও ডুয়েট) সহঃ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	বসন্ত বাহার ১৯৫৭	
কেন এ হৃদয় চঞ্চল				
এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেরী ১৯৫৭	
আমি যে জলসাঘরের বেলোয়ারী ঝাড় (এ + দ্বৈ)	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী ১৯৬৭	S/33ESX 4270 ১৯৮০ সেপ্টেঃ অ্যালবাম ‘কে তুমি
তুমি না হয় রহিতে কাছে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেরী ১৯৫৭	
বলে কুহু কুহু কোয়েলা	অনুপম ঘটক	প্রণব রায়	দৃষ্টি ১৯৫৫	

(সহঃ শ্যামল মিত্র)				আমারে ডাক’ (চিত্রগীতি)
কি মিষ্টি দেখ মিষ্টি				
হরেকৃষ্ণ নাম দিল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জয়া ১৯৬৪	
শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	দাবী ১৯৭৪	
ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সবার উপরে ১৯৫৬	
কে তুমি আমারে ডাকো	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিপরীক্ষা ১৯৫৫	
ফুলের কানে ভ্রমর আনে	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিপরীক্ষা ১৯৫৫	
চোখে চোখে কথা কও	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	জল জঙ্গল ১৯৫৯	
আমারে লয়ে যে				
আমার বাজুবন্দের ঝুমকো দোলায়	সুধীন দাশগুপ্ত	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হেডমাষ্টার ১৯৪৪??	
আমাদের ছুটি ছুটি	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	জয় জয়ন্তী ১৯৭১	
আমি তোমার মাঝে হারিয়ে গেছি সেই তো আমার জয় সহঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	রক্ত পলাশ ১৯৬২	
না না না এমনি দিনে রইব না	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	মুখার্জী পরিবার ১৯৬৫	TPHV 842031 ১৯৮৪ নভেঃ অ্যালবাম ‘নতুন সূর্য আলো দাও’ বাকী আগের
ফুলেরই এই বাজুবন্ধ				
দু চোখের বৃষ্টিতে				
নতুন সূর্য আলো দাও	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১	
মেরো না মেরো না শ্যাম				
প্রভুজী তুমি দাও দরশন	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	পিতাপুত্র ১৯৬৯	
মনোবীন বাজে				STHV

মনের মাধুরী মিশায়ে আমি তোমায় করেছি রচনা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	স্মৃতিটুকু থাক ১৯৫৮	842268 ১৯৯১ চিত্রগীতি অ্যালবাম ‘ওগো মোর গীতিময়’ ক্যাসেট ২ বাকী আগের
বাউরী হয়েছে আজ শ্রীরাধা	অনিল বাগচী	শ্যামল গুপ্ত	অসমাপ্ত ১৯৫৬	
সোনালী মেঘের দিন	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	বধূ ১৯৬২	
আমার সূর্যমুখী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সূর্যমুখী ১৯৫৬	
মানুষের মনে ভোর হল আজি	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	সমাপিকা ১৯৪৯	
সে গান আমি যাই ভুলে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	একদিন রাত্রে ১৯৫৬	
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ কাঁকনে কি সুর				
শ্রাবণ অঝোরে ঝড়ে	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী	কিনু গোয়ালার গলি ১৯৬৪	
আমার দুয়ারখানি বাতাস এসে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিসংস্কার ১৯৬১	
ভরা গাঙে ভয় করিনে ভয় করি সই বানের জল	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কেরী সাহেবের মুন্সী ১৯৬১	
আকাশ বাতাস চাঁদ তারা রঙ ঝরানো ফুলের মেলা	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ভালবাসা ১৯৫৫	
ধূপ চিরদিন গন্ধ ছড়ায়ে জ্বলে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ত্রিযামা ১৯৫৬	
প্রতিমা গড়িয়া দেবতা চেয়েছি	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	সমাপিকা ১৯৪৯	
না জানি কোন ছন্দে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শিকার ১৯৫৮	
নূপুরের গুঞ্জনে বনবীথি উতলা ফুলসাজে শ্রীমতী অভিসারে যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	শিল্পী ১৯৫৬	STHV 842550 ১৯৯২ চিত্রগীতি অ্যালবাম
তুমি যে আমার প্রথম রাতের পথ চেয়ে থাকা দীপের বাতি	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ভালবাসা ১৯৫৫	
এই তো আমার প্রথম ফাগুন বেলা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন	সাগরিকা	

		মজুমদার	১৯৫৬	'সুচিত্রা-সন্ধ্যা অল টাইম গ্রেটস' ক্যাসেট ১ বাকী আগের
তব বিজয় মুকুট আজিকে দেখি	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	সাগরিকা ১৯৫৬	
আঁখি জানে ফুল কেন ফোটে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	সাগরিকা ১৯৫৬	
এই মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	সাগরিকা ১৯৫৬	
ক্লান্তির পথ বুঝিবা ফুরালো		আধুনিক অ্যালবাম 'সুচিত্রা-সন্ধ্যা অল টাইম গ্রেটস' ক্যাসেট ২		STHV 842551 ১৯৯২
ওগো এস হে আমার রাজাধিরাজ	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	দেবী চৌধুরাণী ১৯৭৪	
চেওনা ও চোখে ও চোখে চেওনা সাঁবরিয়া	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	দেবী চৌধুরাণী ১৯৭৪	
ললিতা গো বলে দে	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বসন্ত বাহার ১৯৫৭	১৯৯৭ চয়নিকা চিত্রগীতি - ২
আমার জীবনে নেই আলো				
শরমে জড়ানো আঁখি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শিকার ১৯৫৮	
এই পথ যদি না শেষ হয়				ঐ চিত্রগীতি - ৩
না না না আমি এমনি দিনে				
চম্পা চামেলী গোলাপেরই বাগে	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী ১৯৬৭	ঐ চিত্রগীতি - ৪
তুমি কত সুন্দর	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	পিতাপুত্র ১৯৬৯	
আমি অভিসারে যাব	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	চিরদিনের ১৯৬৯	
বাঃ ছড়াটা তো বেশ	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	জয়জয়ন্তী ১৯৭১	
কে প্রথম চাঁদে গেছে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	জয়জয়ন্তী	

			১৯৭১	
কেন ডাকো বারে বারে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	জয়জয়ন্তী ১৯৭১	
কেন যে কে জানে যেতে চাই সেখানে	সুধীন দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন সৈকতে ১৯৭২	
তুমি যে আমারি গান, রাগ অনুরাগে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অজস্র ধন্যবাদ ১৯৭৭	
চম্পা চামেলী গোলাপেরই বাগে সহঃ মান্না দে	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী ১৯৬৭	FPHV 843137 ১৯৯৮ ‘বেঙ্গলী ডুয়েটস অফ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়’
এই পথ যদি না শেষ হয়		সহঃ হেমন্ত		
সারাদিন তোমার কথাই মনে পড়ে (সহঃ শ্যামল)	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরাল ১৯৬৪	
বাঁধো ঝুলনা		সহঃ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	বসন্ত বাহার	
আজ কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে (সহঃ হেমন্ত)				
তুমি আমার মা		সহঃ শ্রাবন্তী মজুমদার		
তুমি আমার চিরদিনের সহঃ মান্না দে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	চিরদিনের ১৯৬৯	
সে বিনে আর জানে না (সহঃ শ্যামল)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	কমললতা ১৯৬৯	
তোমার গরবে গরবিনী হাম	রবীন চট্টোপাধ্যায়	মহাজন পদাবলী	কমললতা ১৯৬৯	
রাগ যে তোমার মিষ্টি (সহঃ হেমন্ত)	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	পিতাপুত্র ১৯৬৯	
কোন কথা না বলে (সহঃ মান্না দে)	গোপেন মল্লিক	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবন মৃত্যু ১৯৬৭	
দিলদরদী দিলরুবাতে খুশখোয়াবের সুর ওঠে শীশমহলের রোশনি জ্বলে	গোপেন মল্লিক	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	অগ্নিযুগের কাহিনী	

			১৯৬৯	
চোখে মুখে দুষ্টুমি (সহঃ হেমন্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ত্রিধারা ১৯৬০	
পানকৌড়ি পানকৌড়ি (সহঃ মানবেন্দ্র)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জয়া ১৯৬৪	
ওরে বাতাসে ফুল শাখাতে (সহঃ হেমন্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বর্ণচোরা ১৯৬২	
ও ঝরাপাতা এখনই তুমি		গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		STHV 843217 ১৯৯৯ আগষ্ট
ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা			ক্যাসেট ২	
সকল সোনা মলিন হল	নচিকেতা ঘোষ	চণ্ডীদাস বোস	নিশিপদ্ম ১৯৭১	FPHV 843381 ২০০০ মার্চ
দরদীয়া যে তোমায় এত জানায়	রাজেন সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মুক্তিস্নান ১৯৭০	
আরও কিছু রাত তুমি থাকতে যদি	রাজেন সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	বালুচরী ১৯৬৭	
গোলাপের আতর আছে এসেছো তাই আমার কাছে	অনল চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	উপলব্ধি ১৯৮০	
আজ কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে (সহঃ হেমন্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	হংসমিথুন ১৯৬৭	
দুটি আঁখি ভরে গেল স্বপ্ন রাগে	রথীন ঘোষ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	শেষ চিহ্ন ১৯৬২	
লুটে নাও, লুটে নাও, ও বাবুজী	নচিকেতা ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	স্বয়ংসিদ্ধা ১৯৭৫	
এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	দাবী ১৯৭৪	
তুঁহু মম মন প্রাণ হে	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী ১৯৬৭	
তোমার আমার এ জীবনে	কালোবরণ দাস		অগ্নিসম্ভব ১৯৫৯	
কাঁকন বলে শ্রীমতী কাঁদে	অনুপম ঘটক		একটি রাত ১৯৫৬	

মহুয়াতে হয় না নেশা	শ্যামল মিত্র		রাজবংশ ১৯৭৭	
ও বাঁশী ডাকে যে পথ ধরিয়া	অনুপম ঘটক		একটি রাত ১৯৫৬	
ঘিরি ঘিরি আয়ে কারি বাদারওয়া	অনিল বাগচী	প্রচলিত	অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী ১৯৬৭	
একটি সুখের নীড় চেয়েছিনু সেই কি মোর অপরাধ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিসংস্কার ১৯৬১	
কি মজা তাই রে নাই রে নাই সহঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	মা ১৯৬১	N77039
ঝনন ঝনন সুর ঝঙ্কারে (সহঃ মুনাবার আলি খানি)	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	জয়জয়ন্তী ১৯৭১	
যদি ভুল করে ভুল মধুর হল	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিপরীক্ষা ১৯৫৫	
চল চল ফিরে চল চল চল ঘরকে চল	শ্যামল মিত্র		রাজবংশ ১৯৭৭	
হাম অভাগিনী তাহে একাকিনী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	কমললতা ১৯৬৯	
নয়ন মোহন শ্যাম	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	কমললতা ১৯৬৯	
হিয়া বলে তুমি আমার হিয়ার দোসর সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	কমললতা ১৯৬৯	
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটি ভাই	রবীন চট্টোপাধ্যায়	চণ্ডীদাস	কমললতা ১৯৬৯	
আজ আছি কাল কোথায় রব	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিপরীক্ষা ১৯৫৫	
কৌন তরহা সে তুম	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত	উত্তর ফাল্গুনী ১৯৬৩	
জিন্দগী এক ভুল থী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত		
তোরে নয়না লাগে সহঃ ছায়া দেবী	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত		
তুম চতুর সুগুণ বঁইয়া পকড়ত হো	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রচলিত		
এই সুন্দর রাত্রির আকাশ পরে তারার প্রদীপ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিসংস্কার ১৯৬১	

কি মিষ্টি, দেখ মিষ্টি কি মিষ্টি এ সকাল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নায়িকা সংবাদ ১৯৬৬	
কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নায়িকা সংবাদ ১৯৬৬	
আজ চঞ্চল মন যদি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	নায়িকা সংবাদ ১৯৬৬	
তুমি যে আমার প্রথম রাতের	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ভালবাসা ১৯৫৫	
ও মন কখন শুরু কখন যে শেষ (সহঃ শ্যামল মিত্র)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	কমললতা ১৯৬৯	
আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমার সনে	সুধীন দাশগুপ্ত	প্রচলিত	মঞ্জরী অপেরা ১৯৭০	
পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেরী ১৯৫৭	
এই সাঁঝ ঝরা লগনে আজ কে ডাকে আমায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেরী ১৯৫৭	
শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে	রবীন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	সন্ধ্যাদীপের শিখা ১৯৬৪	
এই ছন্দে ছন্দে ভরা গন্ধে গন্ধে ঝরা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	হাই হীল ১৯৬২	
মধু স্বপ্নে গড়া এক নতুন দেশে যদি যাই হারিয়ে (সহঃ শ্যামল মিত্র)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	মায়ার সংসার ১৯৬২	
মেরো না মেরো না শ্যাম	কালীপদ সেন	প্রণব রায়	জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার ১৯৬৬	
দেখ গো প্রিয় দেখ না -- ঝরে সুধা	কালীপদ সেন	সরল গুহ	শকুন্তলা	মুক্তি??

দুষ্টু চোখের মিষ্টি হাসি (সহঃ হেমন্ত)	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুই বাড়ী ১৯৬২	
মনোবীণা বাজে বাজে গো	অনিল বাগচী	শ্যামল গুপ্ত	অসমাপ্ত ১৯৫৬	
আর যে পারি না সহিতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সূর্যমুখী ১৯৫৬	
মাধবীর কুঞ্জে মৌমাছি গুঞ্জে (সহঃ ধনঞ্জয়)	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অর্দ্ধাঙ্গিনী ১৯৫৫	GE 30308
আজু রঙ খেলত মোরে নন্দলাল	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পার্থপ্রতিম চৌধুরী	রাজবধু ১৯৮২	
মুগ্ধ রাত স্নিগ্ধ চাঁদ	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	আত্মদর্শন ১৯৫৬	
নম মাতা সরস্বতী (সহঃ আরতি)	সুধীন দাশগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	হংসরাজ ১৯৭৫	
আঁধার ভাঙা আলোর গানে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	সমাপিকা ১৯৪৯	
হায় হায় হায় হায় (সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ফুলেশ্বরী ১৯৭৪	
স্বপ্ন যে কখনও সত্যি যে হতে পারে বুঝিনি তো আগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রণয়পাশা ১৯৭৮	
ফাগুনের ডাক এলো যে (সহঃ সুবীর সেন)	রবীন চট্টোপাধ্যায়	উমাশঙ্কর	অপরিচিত ১৯৬৮	
আমি চাই ছোট্ট একটু বাসা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	স্বর্গ হতে বিদায় ১৯৬৪	
আঁখি জাগে শ্যামরূপ রাগে	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	শেষ অঙ্ক ১৯৬২	
আজ এই রাত জলসার রাত	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	সুদুর নীহারিকা ১৯৭৫	
আহত পাখী কি করে গাহিবে গান	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	সুদুর নীহারিকা ১৯৭৫	

ওগো বন্ধু আমার জীবনে যা কিছু সুন্দর	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	কষ্টিপাথর ১৯৬৪	
তুমি কি সে তুমি নও	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ভ্রান্তিবিলাস ১৯৬৩	
অতি চঞ্চল গোপাল আমার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	মামলার ফল ১৯৫৬	
মাটিতে চন্দ্রমল্লিকা আকাশে চন্দ্রকলা	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ত্রিযামা ১৯৫৬	
ঝিরি ঝিরি পিয়ালের ঠাণ্ডা ছায়াতে আজ বন ময়ূরের নাচ দেখতে যাব	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ত্রিযামা ১৯৫৬	
এই যে চাঁদের আলো লাগে কত ভাল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সোনার হরিণ ১৯৫৯	
আলো আর আঁধারে মেশা	শ্যামল মিত্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	সখের চোর ১৯৬০	
দীপ নেভা রাতে হিয়ার সাথীগো মোর তুমি নাই সাথে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭	
বাঁশী বলে ওগো পাপিয়া তোমারই সুরে সুরে ধরা দিল সাধিয়া	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭	
মনে মনে গাঁথা মালা লুকায়ে কি রেখেছি	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭	
কোন অচিন মধুকর মোর মনের দেশে যায় যায় চলে যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	অভয়ের বিয়ে ১৯৫৭	
চাঁদ জেগে আছে আর রাত জেগে আছে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কাজল ১৯৬২	
ওরে ঝরা বকুলের দল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	স্বামী	
যদি বাসর প্রদীপে ক্লান্তির ছায়া নামে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শহরের ইতিকথা	

			১৯৬০	
ওই গুন গুন গুন অলি গেয়ে যায় যেন ফাগুনের বাঁশী বাজে বাতাসে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কাজল ১৯৬২	
রাত কাঁদে মন কাঁদে একা একা	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	গুলমোহর ১৯৬৫	
চুপ চুপ চুপ (সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও নীলিমা বন্দ্যোঃ)	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	গুলমোহর ১৯৬৫	GE30613
কে আমায় কাছে চায় অলখে টানে	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	গুলমোহর ১৯৬৫	
মিনতি মোর তোমার পায়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আলোর পিপাসা ১৯৬৫	
ফুলেরই এ বাজুবন্ধ	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	শ্রেয়সী ১৯৬৩	
ওগো মোর প্রিয় বন্ধু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	এক টুকরো আগুন ১৯৬৩	
গোধুলিবেলায় কি জানি কখন	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	গোধুলিবেলায় ১৯৬৪	
মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর	কালীপদ সেন	নজরুল	বিরাজ বউ ১৯৭২	
বারি ঝরা এই রাতে সে যায় আমার ডাকে	অনিল বাগচী	শ্যামল গুপ্ত	কালো বউ ১৯৫৫	
এ তো ভাবিনি কোনদিন	অনিল বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অসমাপ্ত ১৯৫৬	
পাখীর কূজন শুনে আর রাতের তারা গুণে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ত্রিযামা ১৯৫৬	
চল চল মোরা চলে যাই (সহঃ হেমন্ত)	ভি বালসারা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেখা ১৯৬৭	GE30639
মেঘ মেঘ ঝরা লগনে (সহঃ নির্মলা, মানবেন্দ্র)	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	লালু ভুলু ১৯৫৯	
ফিরে ফিরে ডাকে কে জানে আমকে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	মোমের	

			আলো ১৯৬৪	
বিজন সন্ধ্যায় বন্ধু এস গো কাছে	রাজেন সরকার	প্রণব রায়	ডাক্তারবাবু ১৯৫৮	
মন আমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল	তরুণ রঞ্জিত	মন্টু সরকার	প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১৯৭৭	
তুমি সুখে থেকো সবই যেয়ো ভুলে	তরুণ রঞ্জিত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ভাগ্যলিপি ১৯৭৯	
ওগো নররূপী ভগবান	তরুণ রঞ্জিত	মন্টু সরকার	প্রাণের ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১৯৭৭	
আ যা পিয়া	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	আলোর পিপাসা ১৯৬৫	
তোমার সোনার কাঠির	রাজেন সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	মানময়ী গার্লস স্কুল ১৯৫৮	
যেতে যেতে কেন এমন করে	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুই পর্ব ১৯৬৪	
কথা না বলে যেও না চলে (সহঃ প্রসূন বন্দ্যোপাধায় ?)	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরাল ১৯৬৪	
ঠুন ঠুন ঠুন কাঁকনে কি সুর বাজে রে	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরাল ১৯৬৪	
ডেকোনা বাঁশীতে শ্যাম	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অন্তরাল ১৯৬৪	
সে মধু লগন মনে তো পড়ে না প্রিয়	প্রবীর গুপ্ত	বিমল ঘোষ	খনা ১৯৬২	
দুটি আঁখি কোণে কার ছায়া দোলে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	কালস্রোত ১৯৬৩	
কি দোষ করেছি আমি মা	অনল চট্টোপাধ্যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	মাটির পুতুল ১৯৮০	

জীবনে মরণে যতদুরে আমি থাকি	দিলীপ সরকার	দিলীপ সরকার	অর্পিতা ১৯৮৩	
হে সাগর যখনই তোমায় দেখি তোমার অন্ত নেই	দিলীপ সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অর্পিতা ১৯৮৩	
ওগো কে তুমি মোর মনে রঙ লাগালে	দিলীপ সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অর্পিতা ১৯৮৩	
তোমারই এ পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসি	সরোজ কুশারী	শ্যামল গুপ্ত	জন্মান্তর ১৯৫৮	
আমি বনহরিণী খুশীতে হারা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গোবিন্দ চক্রবর্তী	রত্নদীপ ১৯৫১	
মাটির প্রদীপ রয় যে চেয়ে নিখিল গগনে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	সঙ্কল্প ১৯৫১	
আজ তোমার বাঁশীতে প্রভু নেই কেন সুর	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুই বাড়ী ১৯৬২	
কি তবে শুধু খেলা বালুচরে যেন নাম লিখে	কালীপদ সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুই বাড়ী ১৯৬২	
মধু চন্দ্রের চন্দন মাখা রাতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	হাই হীল ১৯৬২	
কালো মেঘের বিজলী জ্বলে	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রক্ত জবা ১৯৮৫	
শিল্পী তোমায় চাহে নাই কেহ	কালোবরণ দাস	শান্তি দাশগুপ্ত	মরুতৃষা ১৯৫৯	
মধুরাতে নিরালাতে কাছে এসো আরো কাছে	গোপেন মল্লিক	শৈলেন রায়	নন্দরাণীর সংসার ১৯৪৯	
এতদিন পরে তোমারই এ রথ থেমেছে আমার দ্বারে	অনুপম ঘটক	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক ১৯৫৬	
আমি তোমার বীণা সুর তো আমার নাই	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	সাহেব বিবি গোলাম ১৯৫৬	
পানিয়া ভরনে ক্যায়সে যাঁউ কঙ্কর মোহে লাগে ??? সহঃ ????	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	সাহেব বিবি গোলাম	

			১৯৫৬	
বাসর আমার হল আজ খেলাঘর	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	অভিসারিকা ১৯৬২	
বনে নয় মনে আজ রঙের মেলা	সলিল চৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাতভোর ১৯৫৫	
রিম ঝিম ঝিম ঝিম তালে	সলিল চৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	রাতভোর ১৯৫৫	
আমি শুধু ভাঙি জানিনা গো গড়িতে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রণব রায়	দেবী মালিনী ১৯৫৬	
এই গান গাওয়া মোর নয় গো অকারণে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	যাত্রা হল শুরু ১৯৫৭	
যাদুভরে নয়না তোরে যাদু কর গয়ে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	কুমার সেলিমপুরী		
আজিকে বসন্ত এলো এলো	রবীন চট্টোপাধ্যায়	শৈলেন রায়	বিদুষী ভার্যা ১৯৪৯	
স্বপ্নভরা রাতের আকাশ রয় যে চেয়ে	অজিত ঘোষ	শান্তি ঘোষাল	হাসপাতাল ১৯৫৯	
রাই, কুঞ্জে আসিবে তোর মদনমোহন	অনিল বিশ্বাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দুজনায় ১৯৫৫	
কিছু কিছু হৃদয়ের রঙ মিশিয়ে যে কথা আমি শোনালাম	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	দিন যায় ১৯৮৩	
বুঝিনি তো আগে ভালবেসে এত সুখ	পবিত্র চট্টোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	দিন যায় ১৯৮৩	
বাজে না নুপুর পায়ে দোলেনাক মালা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	অরণ্য নিকেতন ১৯৬৭	
মালতীর কুঞ্জবনে ভ্রমরের গুঞ্জরণে	শ্যামল মিত্র	প্রণব রায়	ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ১৯৭১	
দূরে যদি চলে যাই নাম ধরে ডেকো এই মধুরাতি রেখ মনে রেখ সহঃ শ্যামল মিত্র	শ্যামল মিত্র	প্রণব রায়		
পতি সোহাগিনী হতে হলে সখী লজ্জায় কেন শুধু মরে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রিয়তমা ১৯৮০	

মনের কথা কই তোমারে ওগো মনমোহিনী (সহঃ মান্না দে)	শ্যামল মিত্র	অজানা	সংসারের ইতিকথা ১৯৮২	
বাঁশি বাজবে না কেন রাধা নাচবে না কেন	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সুজাতা ১৯৭৪	
যদি চাঁদ আর সূর্য একই সাথে ওঠে কে কার তলনা হবে বল	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সুজাতা ১৯৭৪	
কত শাস্তি দেবে তুমি আমায়	অধীর বাগচী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সমাধান ১৯৭৯	
কেন গোধুলির মেঘে জড়ানো জড়ানো আলোর সোনা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	সূর্যশিখা ১৯৬৩	
শুধু ক্ষণে ক্ষণে এই মনে কার ছোঁয়া লাগে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শহরের ইতিকথা ১৯৬০	
এই নদী কুল কুল কলকলে কি কথা	চণ্ডীদাস বোস	চণ্ডীদাস বোস	চুপি চুপি	
যে কথা কলির কানে বলে অলি সে কথা তোমায় আমি কেমন করে বলি	ভি বালসারা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেখা ১৯৬৭	
মনে যেন থাকে কথা দিয়েছ আমাকে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	রাজপুরুষ ১৯৮৫	
যদি ভুলে যাবে বেদনা নিয়ে	অনল চট্টোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	রাজপুরুষ ১৯৮৫	
ম্যায় গুলাম তেরা তু দিবান মেরা	রাইচাঁদ বড়াল	প্রচলিত	স্বামীজী ১৯৪৯	
প্রভু মেরে অবগুণ চিত না করো	রাইচাঁদ বড়াল	প্রচলিত		
মোর গান গুন গুন গুন মোর গান	রাইচাঁদ বড়াল	শৈলেন রায়	অঞ্জনগড় ১৯৪৯	
পায়েল বেঁধেছি পায়ে মদভরি রাতে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কলঙ্কিনী ১৯৮১	
দেখ গো প্রিয় দেখ না, ---তীরে ঝড়ে সুধা	কালীপদ সেন	সরল গুহ	শকুন্তলা	
একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত			উত্তমপুরুষ	
ওগো অকরুণ যে আঘাত দাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন	সূর্যতোরণ	

সহিতে পারিনা		মজুমদার	১৯৫৮	
আমার জীবনে নেই আলো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সূর্যতোরণ ১৯৫৮	
তুমি তো জান না আমার এ হাসিতে সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সূর্যতোরণ ১৯৫৮	
কিছু খুশী কিছু নেশা ভরা এই সুন্দর আলো ঝরা বেলাতে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	স্মৃতিটুকু থাক ১৯৫৮	
এই যে কাছে ডাকা এই যে বসে থাকা	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	চাওয়া পাওয়া ১৯৫৯	
আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি কিছু বলিতে পারি নি লজ্জায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বিপাশা ১৯৬২	
ক্লান্তির পথ বুঝিবা ফুরালো মোর	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বিপাশা ১৯৬২	
তুমি গোকুলপতি শ্যাম কভু রাঘব রাজা রাম	রবীন চট্টোপাধ্যায় ও অনুপম ঘটক	প্রণব রায়	দেবী মালিনী ১৯৫৫	
তুমি যে আমার এ ভুবনে তাই এত সুর এত গান	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	শিল্পী ১৯৫৬	
মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি কেন ফুটিয়া লুকাইতে চায় রে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	চন্দ্রনাথ ১৯৫৭	
নিশুতি রাত কাঁদে কাঁদে আমার বুকে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	জল জঙ্গল ১৯৫৯	
অঙ্ক কষতে গেলে খালি ওঠে হাই	নচিকেতা ঘোষ	শ্যামল গুপ্ত	কানামাছি ১৯৬০	
আমি আঁধার আমি ছায়া আমি --- মরুমায়া	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	???	জিঘাংসা ১৯৫১	
আজ এই তো প্রথম এমন করে আমার কাছে এলে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ইন্দ্রধনু ১৯৬০	
যেখানে স্বপ্নে সুরে রইবে ভরে তোমার আমার মন	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ইন্দ্রধনু ১৯৬০	
চাঁদের এত বাহার এই ভরা পূর্ণিমা রাতে	অধীর বাগচী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	দুই পুরুষ ১৯৭৫	

কেন এত সুন্দর যে মনে হয়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	হংসমিথুন ১৯৬৭	
চোখের পাতায় চোখের পাতায় মোহন করে কে যে তোলে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	অশ্রু দিয়ে লেখা ১৯৬৭	
বলতে পারো এমন কেন হয় কোন কিছুই হয়না বলা মনে শুধু রয়	ভি বালসারা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পথে হল দেখা ১৯৬৭	
এমন একটি গল্প বলতে পারো	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রিয় বান্ধবী ১৯৭৬	
গগনে গগনে মত্ত ঘনঘটা (সহঃ মানবেন্দ্র মুখোপধ্যায়)	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	বসন্ত বাহার ১৯৫৭	
শ্রীমতী সেজেছে অভিসার সাজে মরি মরি হায় হায় গো	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শুধু একটি বছর ১৯৬৬	
কেন আমি বল বোঝাতে পারি না আমার মনের কি যে বেদনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ত্রিধারা ১৯৬০	
স্বপ্নভরা দিনগুলি মোর যায় ভেসে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সাগরিকা ১৯৫৬	
ধন্য হব যে মরণে আমি	আলি আকবর খান	শ্যামল গুপ্ত	নূপুর ১৯৫৮	
তোমারই এ পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসি	সরোজ কুশারী	শ্যামল গুপ্ত	জন্মান্তর ১৯৫৮	
ভালো লাগে কাছে থাকলে আরো ভালো লাগে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	পদ্মগোলাপ ১৯৭০	
বাঁচতে যদি রাজী থাকো জীবনটাকে বাজী রাখো	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	জাল সন্ন্যাসী ১৯৭৭	45N 11037
বাজে না নূপুর পায়ে দোলে নাক মালা শাওনিয়া মেঘ যেন সজল নয়নে নটবর শ্যাম বুঝি প্রাণে ব্যথা	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	আরোগ্য নিকেতন ১৯৬৯	
এই তো আমার ভাল ভালবেসে যতটুকর পাই	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	অপরিচিত ১৯৬৯	
আনমনা এই মন মালা গাঁথে সারাক্ষণ পাখী তারই কাছে যায়	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	বৌদি ১৯৬৮	

ও নিরুপম সুন্দর মম তুমি যে আছ নয়নে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	নায়িকার ভুমিকায় ১৯৭১	
এসো এসো ছুটে এসো আরো কাছে এসো না (সহঃ কোরাস)	হিমাংশু বিশ্বাস	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	লাট্টু ১৯৭৮	
আলোর ভুবন হারিয়ে গেছে আঁধার পারাবারে	গোপেন মল্লিক	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	তাপসী ১৯৬৫	
এমনি করে দুচোখ ভরে	সুধীন দাশগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সুশান্ত শা ১৯৬৬	
বেজোনা নূপুর তুমি আর বেজোনা পায়ে পায়ে	জানা নাই	জানা নাই	লাল গোলাপের পাপড়ি ১৯৭৯	
প্রভু আমায় যদি বলতে কিছু দাও	অনল চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়াবিনী লেন ১৯৬৬	
মনের দেউলে চিরদিন তুমি থেকো গো	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	উত্তরপুরুষ ১৯৬৬	
এত সুন্দর এই পৃথিবী কেন এই রঙ তার মুছে যায় গো	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	প্রথম প্রেম ১৯৬৫	
আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নবরাগ ১৯৭১	
দুষ্টু হাসি মিষ্টি চাওয়া লাগে যে মধুর	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শ্রাবণ সন্ধ্যা ১৯৭৩	
দুচোখের বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	শ্রাবণ সন্ধ্যা ১৯৭৩	
ভয় পেলে বাঙালীরা বলে ওঠে বাবা রে বাবা রে বাবা সহঃ মান্না দে	নচিকেতা ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	অগ্নিভ্রমর ১৯৭৩	
গুলাবী গুল বাগিচার গুলাব হয়োনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুনীল বরণ	মহাবিপ্লবী অরবিন্দ ১৯৭১	
এই চৈতী রাত এ চাঁদনী রাত আসেনি আগে	অনিল বাগচী	প্রণব রায়	আমি সিরাজের বেগম ১৯৭৩	
বাঁকা আঁখি নয় গো ও যে বাঁকা তলোয়ার	অনিল বাগচী	প্রণব রায়		

আমি চকমকি চকমকি চমকে চমকে উঠি আঁধারে	অনিল দত্ত	শান্তিময় কারফর্মা	দাদু ১৯৬৮	
ওগো স্বপ্নভ্রমর গুন গুন গুন গুন গাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সূর্যতপা ১৯৬৫	
নাই বা পেলাম আকাশ ভরা লক্ষ তারার আলো	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	গৃহ সন্ধানে ১৯৬৬	
ছেড়ে দে দে না রে সই পথটা আমার ছেড়ে দে	অজয় দাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমতী হংসরাজ	মুক্তি??
যে দিনের সূর্য এসে তোমার চোখে সোনার আলো ঝরে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	নন্দিতা ১৯৭৬	
ভাল লাগা যদি ভালবাসা হয়	তরুণ রঞ্জিত	সাধন চৌধুরী	জীবন মরুর প্রান্তে ১৯৭৭	
ও পাখী আজ তুই যাস না চলে	অমল মুখোপাধ্যায়		রেঞ্জার সাহেব ১৯৭৮	
এই যে বাঙলা সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কোরাস	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সোনার বাংলা ১৯৮২	
একদিন ছিল যে ভারতে ভায়ে ভায়ে সহঃ সুধীন সরকার	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		
ভাই বোন দুজনের স্নেহ ভালবাসা	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	প্রিয়তমা ১৯৮০	45NLP 3027
যে গোলাপ কাঁটার ঘায়ে (সংলাপ উত্তম)	শ্যামল মিত্র	প্রণব রায়	গড় নাসিমপুর ১৯৬৮	
শোন তবে বলি আজ ফেলে দিয়ে সব কাজ (সহঃ হেমন্ত??)	রামচন্দ্র পাল		অপবাদ ১৯৫০	
এপ্রিল কি মে মনে নেই যে	রামচন্দ্র পাল		অপবাদ ১৯৫০	
ননদিনী বোলো নাগরে প্রতি ঘরে ঘরে ওগো ডুবেছে রাই কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে	রবীন চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	কেরী সাহেবের মুন্সী ১৯৬১	
দুটি আঁখিকোণে কার ছায়া দোলে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত	কালস্রোত ১৯৬৩	

আমার বাড়ী যাইও বন্ধু আমার	রবীন চট্টোপাধ্যায়	????	দেবতার দীপ ১৯৬৫	
ফুল বলে চাহি দুলিতে হিয়াতে	অনুপম ঘটক	প্রণব রায়	দৃষ্টি ১৯৫৫	
এ আকাশ নদী প্রান্তর আজ সব কিছু ভাল লাগে সহঃ শ্যামল মিত্র	অনল চট্টোপাধ্যায়	অনল চট্টোপাধ্যায়	মাটির পুতুল	মুক্তি পায়নি
কিছু কথা চোখে কিছু মনে থাকে	বিজন পাল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	জীবনটাই নাটক	মুক্তি??
কে তুমি গো দুখ জ্বলা যেন প্রদীপ আঁধার রাতে	বিজন পাল	বেলা পাল	জীবনটাই নাটক	মুক্তি??
যখন বৃষ্টি আসে কি যেন ইচ্ছা করে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ঋণমুক্তি	মুক্তি??
এই শান্ত নদীটা আজ কেন ঘুর্ণি হয়েছে সহঃ সৈকত মিত্র	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	ঋণমুক্তি	মুক্তি??
এই গান না শুনে চলে যেওনা এই ফাগুন বেলায়	মাণিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রণব বসু	হাসিটুকু থাক	মুক্তি??
কয়েক পা এগোলেই বাড়ীটা	অশোক রায়	শ্যামল গুপ্ত	স্ত্রীর মর্যাদা	মুক্তি??
চাঁদিনী এই রাতে শুধু স্মৃতি যে তার দোলা দিয়ে যায়	তরুণ - রঞ্জিত	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	মন যারে চায় ১৯৭৫	
২৯৩ টি গান???				
হিন্দী সিনেমার গান				
আ গুপচুপ গুপচুপ প্যার করে (সহঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)	শচীনদেব বর্মণ	রাজিন্দর কিষেণ	সাজা	
ইয়ে বাত কোই সমঝায়ে রে	শচীনদেব বর্মণ	রাজিন্দর কিষেণ	সাজা	
বোল পাপিহে বোল (সহঃ লতা মঙ্গেশকর)	অনিল বিশ্বাস	প্রেম ধাবন	তারাণা ১৯৫১	
আস্‌কোঁ মে ছিপি উল্‌ফৎ কি কাহানী	রাইচাঁদ বড়াল	প্রকাশ	পহলা আদমী ১৯৫০	
ডুব গয়ে সব আশকে তারে ছা গয়ী কালি রাত	এস ভি ভেঙ্কটরামন ও টি আর রামনাথন	বিশ্বামিত্র আদিল	মনোহর	

উদাসীয়োঁ মে নজর খো গয়ী	অনিল বিশ্বাস	মজরুহ সুলতানপুরী	ফরেব	
জঙ্গল মঙ্গল জঙ্গল মে মঙ্গল	মদনমোহন	মজরুহ সুলতানপুরী	???	
৩০০				

অন্য ভাষার গান

ফুল রসিয়ারে মন মোর ছুঁই ছুঁই যা		বালকৃষ্ণ দাস	ফিল্ম শ্রী লোকনাথ	উড়িয়া
জনকপুরর জনকিয়া (সহঃ ভূপেন হাজরিকা)	ভুপেন হাজরিকা	ভুপেন হাজরিকা	এব বাতর সুর ১৯৫৮	অসমীয়া
মো আঁখি রাখিতে কথা	শ্রীকুমার	সারদাপ্রসন্ন নায়ক	স্ত্রী ১৯৬৮	উড়িয়া
৩০৩				

হিন্দী গান

হরি ভজন বিনা সুখ নাহি রে	প্রচলিত ভজন	ব্রহ্মানন্দ		
কো মাতা কো পিতা হামারে	প্রচলিত ভজন	সুরদাস		
তোরো কোই নাহি রোকনহার	প্রচলিত ভজন	মীরাবাঈ		
গুরু মোহে দে গয়ো জ্ঞান কথরিয়া	প্রচলিত ভজন	কবীরদাস		
জিনকে হিয়ামে সীয়ারাম		তুলসীদাস		
আব ম্যাঁয় নাচুঁ বহুত গোপাল	প্রচলিত ভজন	সুরদাস		
জয় জয়তি জয় রঘুবংশ	সংস্কৃত স্তোত্র	রাম প্রিয়		
তোরি ভোলি সুরতিয়ামে	ঠুঙরি			
আব না মানত শ্যাম	ঠুঙরি			
মন না রঙ্গায়ে রঙ্গায়ে যোগী কাপড়া	কমল গাঙ্গুলী	কবীরদাস	যুগমানব কবীর ১৯৭৬	
রাম নাম রস পীজে		মীরাবাঈ		
পিয়া ইতনি বিনতি শুনো মোরি		মীরাবাঈ		
ভাই মানা রাম চরণ		তুলসীদাস		
সাধু ছোড় মান অভিমান		নানকদেব		
রাম ভজ সো ইত জগ মে		কবীরদাস		
প্রভুজী মেরো তুম বিন কোন সহায়		ব্রহ্মানন্দ		

সুন্দর লাগো রি হোয়	ঠুঙরি			
সো ঈ রসনা যো হরি গুণ গাওয়ে	প্রচলিত ভজন	সুরদাস		
সাধো গোবিন্দ কে গুণ গাও		নানকদেব		
রাম জপো রাম জপো বাবরে		তুলসীদাস		
প্রাত ভয়ো জাগো জাগো গোপাল		সুরদাস		
ঠুমক ঠুমক পগ ঠুমক কুঞ্জ মগ		কাজী আশরফ আহমদ		
ম্যায় তো প্রেম দিওয়ানী		মীরাবাঈ		
মুকুট লটক আটকি মন মাহী		সহজো বাঈ		
সাধন করনা চাহিয়ে মনবা ভজন করনা চাহিয়ে	মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়	মীরাবাঈ		
জগৎ মে কোই নেহি তেরা		ভাই হনুমান পোদ্দার		
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে হরি ভরি		ইন্দিরা দেবী(পুণা)		
আ লি রি মেরে নয়না বান পড়ি		মীরাবাঈ		
পিয়া বিন রইয়ো না যায়	জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ	মীরাবাঈ		
করুণা শুন শ্যামো মেরি		মীরাবাঈ		
ম্যায় তো তেরো নাম জপতা হুঁ	খেয়াল			
আব ভয়ি ভোর	খেয়াল			
এ আয়ে পি মোরে মন্দরবা	খেয়াল			
না যা পি পরদেশ	ঠুঙরি			
দেখে বিনা বেচয়ন	ঠুঙরি			
পিয়া মোরে আয়ে এ রি সজনী	ঠুঙরি			
৩৬ টি গান				
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সুর করা গান : শিল্পী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়				
আমি মন পেলাম আমি মানুষ পেলাম	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	শ্যামল গুপ্ত		

BANGLADARSHAN